কস্তুরী।

(কাব্য)

শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র দাস প্রণীত।

কিমপ্যস্তি স্বভাবেন সুন্দরং বাপ্যসুন্দরং ।
যদেব রোচতে যস্মৈ ভবেত্তত্তস্য সুন্দরং ॥
[হিতোপদেশ]

সন ১৩০২, আষাঢ়।

উপহার।

শ্মশান ধুইয়া তীরে, চিলাই বহিছে ধীরে,
কলতানে মৃদুগানে বনে বনে ঘুরি,
অকস্মাৎ পাশে তার, বহে মন্দাকিনী ধার—
ভীষণ গর্জ্জনে পদ্মা ব্যোম ভাঙ্গি চুরি!
চড়িয়া কুসুম-ভেলা, করিতে সলিল-খেলা
অমর বালিকা এক—অপূর্ব্ব মাধুরী—
ভুলে মরতের পথে, ভাসিয়া আসিয়া সোতে
লাগিল শ্মশান ঘাটে—রূপে দেশ পুরি!

'কুঙ্কুম' দিয়েছি আগে সরলারে, সেই রাগে
অভিমানে মুখ ভার ক'রে থাকে ছুঁড়ী,
কখনো বা মোটা মোটা, আঁখি হ'তে পড়ে ফোটা,
কেলিকদমের মত দুই—দশ—কুড়ি!
মলিন ছায়ার মত, ম্রিয়মাণ অনুগত,
কভু সাজে 'কলাবউ' সে কালের বুড়ী,
তাই গো করিনু দান, ভাঙ্গিতে সে অভিমান,
প্রেমদার পাদপদ্মে প্রেমের কস্তুরী!

৩০শে জ্যৈষ্ঠ—১৩০২ সন।

কলিকাতা।

কস্তুরী।

মধুপুর।

১

সুন্দর পর্ব্বতপূর্ণ শোভে মধুপুর,
আদি লাবণ্যের লীলা, যে সময়ে উছলিলা,
হঠাৎ জমিলা যেন মধুর মধুর!
গিরি পরে উঠে গিরি, স্বর্গের শ্যামল সিঁড়ি,
উপরে নন্দন বন নহে বেশি দূর,
অই শোন বাজে বটে, অমরীর কটিতটে,
ভাঙ্গিয়া কামের ঘুম 'ঘুগু'র ঘুঙ্গুর!
অই তারা নাচে গায়, পিকবধূ পাপিয়ায়,
শজারু বাজায় পায় কাঞ্চন নূপুর!
আলিঙ্গনে সুরবালা, ছিঁড়েছে মুকুতা মালা,
নিঝরে সে নিরমল ঝরে মতিচুর!
তারাই চুম্বন দিতে, ফোটা পড়ে অবনীতে,
ফুটিয়া 'মহুয়া' ফুল মধুর মধুর!
সুন্দর পর্ব্বতপূর্ণ শোভে মধুপুর!

২

শৈলে শৈলে মধুপুর শোভে মনোহর,
যেন এ প্রকৃতিরাণী, রচিয়াছে রাজধানী,
অরণ্য প্রদেশে মরি হিরণ্য নগর!
উচু থাম তাল গাছে, শিরে শিরে ধরিয়াছে,
আকাশের নীল ছাদ—অনন্ত সুন্দর!
কিবা রাজ অট্টালিকা, উপরে উঠেছে শিখা,
জ্যোতির্ময় হেমকুম্ভ দেব দিবাকর!
আরণ্য কুসুমে গাঁথা, রত্নসিংহাসন পাতা,
উপরে 'চাবল' ছাতা 'সুরঙ্গী' শিখর। *
পদতলে পাদ্য অর্ঘ্য, 'জয়ন্তী † ও তৃণবর্গ,
অর্পিছে অনন্ত কাল—যুগ যুগান্তর!
শৈলময় মধুপুর বড়ই সুন্দর!

৩

শৈলে শৈলে মধুপুর কত শোভা ধরে,
সুনীল তাম্বুর মত, গিরিশ্রেণী শোভে কত,
সৈন্যের শিবির যেন দিক্ দিগন্তরে!
চারি দিকে শালবন, যেন শিখ সৈন্যগণ,
শ্যামল সাঁজোয়া পরি শ্যাম কলেবরে,
নিশ্চল নির্ভীক দেহ, সংগ্রামে ডরে না কেহ,
বরষে অশনি যদি শত জলধরে,
কিংবা যদি প্রভঞ্জন, এক সঙ্গে করে রণ,

* সুরঙ্গী—পর্ব্বত। ইহার শিখরে চাবল জাতীয় একটী বনপত্র বৃহৎ বৃক্ষ ছত্রাকারে শোভা পাইতেছে।

† জয়ন্তী—নদী।

তেমনি কঠিন পণ—পদ নাহি সরে,
অথচ হানে না বাণ, লয় না পরের প্রাণ,
কেমন স্নেহের যুদ্ধ! নিজে যদি মরে—
নীরবে সকলি সয়, যথা রাম দয়াময়,
বাল্মীকির তপোবনে সন্তান-সমরে!
শৈলে শৈলে মধুপুর কত শোভা ধরে!

৪

কত শৈলে কত শোভা রয়েছে ভরিয়া,
কোল হ'তে নামে কা'র, স্নেহের তরল হার,
নির্ঝরিণী খুকীরাণী হামাগুড়ি দিয়া,
বসুধা তাহার কাছে, বুক পেতে নিতে আছে,
পুলকে যেতেছে তার পরাণি প্লাবিয়া!
চন্দ্রমা দিতেছে 'চিক্,' হাসাইয়া চারি দিক,
পাখীরা গাইছে গান 'ঘুম পাড়ানিয়া'!
স্নেহময়ী মাসী পিসী, প্রতিবেশী 'দিবানিশি'
প্রভাতে সন্ধ্যায় করে সোহাগ আসিয়া!
জনমিলে বড় ঘরে, কে নাহি আদর করে,
কে না দেয় করতালি কুতূহলে গিয়া?
দীন বালকের দেহ, ঘৃণায় ছোঁয়না কেহ,
পড়িলে পায়ের কাছে গড়াগড়ি দিয়া!
অনন্ত শোভায় শৈল রয়েছে প্লাবিয়া!

৫

নানা শৈলে নানা বেশে শোভে মধুপুর,
কোথাও আরক্ত দেহ, মৃণ্ময় পর্ব্বত কেহ

পড়িয়া রয়েছে যেন প্রকাণ্ড অসুর!
বরষার শত ধারে, বিদীর্ণ করেছে তারে,
অমর অসির ঘায় মরিয়াছে ক্রুর!
কোথা সে বিদার হ'তে, কোথা সে বিশাল ক্ষতে
গলিতেছে রসরক্ত গৈরিক প্রচুর!
কোথাও কেটেছে হাড়, পাষাণ পঞ্জর তার,
কত অস্থি গদাঘাতে হইয়াছে চূর!
যুগান্ত-যুগান্ত কিবা, খাইতেছে নিশিদিবা.
ফুরাইতে পারে নাই শিয়াল কুক্কুর!
বিশাল অসুর দেহে ভরা মধুপুর!

৬

উষায় পাষাণ-শৈল হয় অনুমান,
অস্থির অঙ্গার স্তূপ, জ্বলিতেছে অপরূপ,
পূরব গগনে যেন দৈত্যের শ্মশান!
কে জানে এ মহানলে, কত যে যুগান্ত জ্বলে,
আরো যে জ্বলিবে কত নাহি পরিমাণ,
সন্ধ্যায় সহস্র তারা, চেয়ে দেখে দেবতারা,
হইল কি না হইল ভস্ম-অবসান,
দানবের দৃঢ় অস্থি পর্ব্বত-পাষাণ!

৭

সায়াহ্নে পর্ব্বত শোভা বড় মনোহর!
দিবাকর ধীরে ধীরে, নামে যবে গিরিশিরে,
কাঞ্চন চুচুক শোভে স্তনের উপর!
তেমনি পূরব ভাগে, আরেক পর্ব্বতে জাগে,

পূর্ণিমার সুধাপূর্ণ রাঙ্গা শশধর!
নভ তাহে নীল বুকে, পড়ে যেন অধোমুখে,
ধরণী ঘরণী টানে ছায়ার কাপড়!
সায়াহ্নে পর্ব্বত শোভা বড় মনোহর!

৮

বড় শোভা মধুপুরে সুখ মধুমাসে,
মধুর 'মহুয়া' ফুলে, বধূর ঘোমটা খুলে,
পাহাড় পর্ব্বত ভাসে মধুর উচ্ছ্বাসে!
চূত মুকুলের গন্ধে, কি উদাস কি আনন্দে,
কার যেন আবছায়া ছায়া মনে আসে,
যেন কোন প'ড়ো বাড়ী, গৃহস্থ গিয়েছে ছাড়ি,
মুড়াঝাটা ভাঙ্গা হাড়ি লেখে ইতিহাসে!
আলো যেন আম গাছে, এমনি মুকুল আছে,
দেখিয়াছি কোন্ দেশে দিক্ ভরে বাসে,
তাহারি একটু ঝাঁজ, নাকে লেগে আছে আজ,
এখনি উড়িয়া যাবে, আরেক নিশ্বাসে!
কত মধু প্রাণে জাগে সুখ মধুমাসে!

৯

বড় শোভা মধুপুরে সুখ মধুমাসে,
লইয়া উৎসাহ আশা, সুখশান্তি ভালবাসা,
ত্রিদিবের দেবতারা বেড়াইতে আসে!
কেবলি উল্লাস স্ফূর্ত্তি, সকলি সজীব-মূর্ত্তি,
স্বর্গের আরোগ্য আনে বসন্ত-বাতাসে!
নবীন জলদ হর্ষে, অমৃতের ধারা বর্ষে,

কঙ্করে অঙ্কুর মেলে তরুলতা ঘাসে!
যেন রেণু বালুকায়, সবাই জীবন পায়,
মরণ ভুলিয়া যায় ধরণী উল্লাসে,
মধুময় মধুপুরে সুখ মধুমাসে!

১০

বড় শোভা মধুপুরে সুখ মধুমাসে,
চঞ্চলা বালিকা পরী, চকোরীর গলাধরি,
খেলায় জোসনা রেতে রজত-আকাশে!
কেহ 'জহরুল' ফুলে * চুমা খায় সখীভুলে,
ফোটে অধরের দাগ গোলাপী-উচ্ছ্বাসে!
আতর তাহারি গন্ধ, তারি রস মকরন্দ,
উড়ে প্রভাতের অলি তারি অভিলাষে!
পরীর প্রসাদ হায় কে না ভালবাসে?

১১

বড় শোভা মধুপুরে সুখ মধুমাসে!
উড়িছে বলাকা-শ্রেণী, বিশুভ্র বরফ-বেণী,
বিমল আকাশ-গঙ্গা নেমে যেন আসে!
কিবা দিক্-বালিকার, রজতের চন্দ্রহার,
নিবিড় নিতম্বে মরি থল থল ভাসে!
সন্ধ্যার শীতল বায়, নীল মেঘ সরে যায়,
বসন্ত আঁচল তার টানিছে উল্লাসে!
লজ্জায় ডুবিছে রবি, সুরুচির চারু ছবি,
নিলাজ বেহায়া কবি তাই দেখে হাসে!
এত 'ছি ছি!' মধুপুরে সুখ মধুমাসে!

* গোলাপী রঙের ছোট ছোট ফুল।

আমার পুতুল।*

১

আমার পুতুল,
এ নহে মোমের গড়া, পোড়া মাটী রং করা,
এ যে মমতায় ভরা স্নেহের মুকুল,
এ নহে বিলাতী চীনা, এ নহে এ দেশে কিনা,
নন্দনের আমদানী পারিজাত ফুল,
আমার পুতুল!

২

আমার পুতুল,
সে কহে স্বর্গের কথা, সুখশান্তি পবিত্রতা,
অধরে অমৃত-গঙ্গা বহে কুলু কুলু,
ব্রহ্মা কমণ্ডলু পাতে, শঙ্কর ধরেন মাথে,
বাঁচায় সহস্র আশা নিরাশ-নির্ম্মূল,
আমার পুতুল!

৩

আমার পুতুল,
কলপ লতার সম, ধমনী শিরায় মম,
শত শাখা প্রশাখায় স্থাপিয়াছে মূল,
যাহা চাই তার কাছে, সকলি তাহাতে আছে,
অন্নদার ঝাঁপি যেন অক্ষয় অতুল,
আমার পুতুল!

---

* শ্রীযুক্ত বাবু দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরীর কন্যা—সান্ত্বনা।

৪

আমার পুতুল,
আনন্দ উল্লাসে ধায়, নাচিয়া আঁছাড় খায়,
কাঁদিতে হাসিয়া ফেলে, কি সুন্দর ভুল!
তাহারি মধুর গীতে, আসে যেন পৃথিবীতে,
নব-বসন্তের কোলে বন-বুল্‌বুল্‌,
আমার পুতুল!

৫

আমার পুতুল,
ধরিয়া সে সোণাহাতে, বিকালে বেড়াস সাথে,
উজলিয়া 'মধুপুরে' নিঝরের কূল,
কনক চরণে তার, করে যেন নমস্কার,
নোয়া'য়ে রজতশির সুখে 'লুসীফুল' *
আমার পুতুল!

আমার পুতুল,
কভু সে রজত সোতে, পাথরের নুড়ি পোতে,
পলাইয়া যায় জল করি কুল্ কুল্,
সেও ছোটে পাছে তার, আরেক শোভার পার,
আনন্দ উল্লাসে আমি অবশ আকুল!
আমার পুতুল!

* তৃণ জাতীয়।

৭

আমার পুতুল,

সে যখন কাঁদে রাগে, লাবণ্যে পূর্ণিমা লাগে,

হৃদয়ে উছলে রক্ত—তরঙ্গ তুমুল,

সত্যই তাহার মুখে, দেখি বিশ্ব মহাসুখে,

ঠিক্ বুঝি যশোদার, হয় নাই ভুল!

আমার পুতুল!

৮

আমার পুতুল,

হাসিভরা রাঙ্গাঠোঁটে, অরুণ ভাঙ্গিয়া ওঠে,

এ পারে পলাশ ফোটে ও পারে পারুল,

ললাটে সুন্দর সাদা, শরতের শশী আধা,

মিশিয়া ফুটেছে গালে যূথী 'জহরুল'*!

আমার পুতুল!

৯

আমার পুতুল,

যদি অলি দুই দলে, দেখে থাক শতদলে,

তবেই বুঝিবে তার সীঁতিকাটা চুল,

থাকে না চামেলী বেলী, দৌড়াইতে দেয় ফেলি,

কাণের খসিয়া পড়ে 'ধুতকীর' † ফুল!

আমার পুতুল!

* † রক্তবর্ণ পুষ্প।

১০

আমার পুতুল,

কখনো ঘোমটা মুখে, বালিসের ছেলে বুকে,

খাওয়ায় তাহারে বুনী—বেহুস—বেকুল,

বুঝেনা চেতনা জড়, নাহি বুঝে আত্মপর,

জগতে জননী কই তার সমতুল ?

আমার পুতুল।

১১

আমার পুতুল,

সে বলে আমারে তার, আমি বলি সে আমার,

আমাদের দু'জনের বিবাদের মূল,

গলা ধরে চুমা খাই, দু'জনারে দুজনাই,

কে কার দখলে ভাই ভেঙ্গে দেও ভুল !

আমার পুতুল !

পুরাতন প্রেম।

পুরাতন প্রেম, পুরাতন ঘৃত

দুর্গন্ধ বিস্বাদময়,

বেদনার স্থানে হৃদয়ে মাখিলে

অথচ অমৃত হয় !

ফুলের সুরভি, পরিমল সুধা,

গেলে বসন্তের স্নেহ,

পুরাতন কাঠ— শুকনা চন্দন,

নিদাঘে জুড়ায় দেহ !

বড় আদরের বাক্সের আঙ্গুর,
দু'দিনে পচিয়া তল,
চিরদিন সম পবিত্র অমৃত
শুষ্ক হরীতকী ফল!
দু'দিনে শুকায় সবুজ ঘাসের
সুকোমল আস্তরণ,
রহে চিরশুদ্ধ ঋষির আরাম
শুষ্ক তৃণ-কুশাসন!
শাওণের ধারা বরষে সতত,
বিরামের নাহি লেশ,
অযাচিত জলে অবনী ভাসায়,
জলময় করে দেশ!
শীতের বিশুষ্ক বিদারিত ধরা,
মরে যবে পিপাসায়,
মৃত জলদের এক ফোঁটা জল
বিনা কে বাঁচায় তায়?
অতি আনন্দের— অতি আহ্লাদের—
অতি পুলকের পরে,
বিষাদের ছায়া যেথানে আছে সে,
সেথানে অপেক্ষা করে!
চন্দ্র অস্ত গেলে, ঘোর অন্ধকারে,
নক্ষত্র-নয়নে চায়,
বাদলের দিনে, ঝটিকা তুফানে,
চপলা চমকি যায়!

দুপরের রোদে, তরুতলে এসে,
ছায়া হ'য়ে থাকে খাড়া,
শীতল বাতাস, বহে কি কখন,
তাহার অঞ্চল ছাড়া ?
দ্বিধা বা সন্দেহে ভরিলে হৃদয়,
বিবেচনা হয়ে নাশে,
পাপের কলঙ্ক ধুইতে আমার,
অশ্রুরূপে চখে আসে !
যৌবনের জ্বালা জুড়া'বার তরে,
সেই যেন ভাসে জবা,
দূর হ'তে হাত বাড়াইছে যেন
শান্তির শিশির ভরা !
একবিন্দু অশ্রু, একটী নিশ্বাস,
একবার হাহাকার,—
অকৃতজ্ঞ আমি, এখন তাহারে,
নাহি দেই পুরস্কার।
অযতনে আছে কোথায় পড়িয়া
বিশুষ্ক বীণার মূল,
এক ফোঁটা জল যদি পায় সেই,
কে তাহার সমতুল ?

মধুকর।

১

যাও মধুকর!
যেখানে বালিকা মেয়ে, হাসে কাঁদে গান গেয়ে,
শোভে শরতের চাঁদ, মুখের উপর,
প্রভাতের পদ্ম ঠোঁটে, চুমা খে'তে মধু ওঠে,
যাও, সে বালিকা মুখে মুগধ ভ্রমর!

২

যেখানে বিনোদী বালা, পরিয়ে বকুল মালা,
খোপায় গুঁজিয়া দিয়া গোলাপ সুন্দর,
বসি আরসীর পাশে, মুচকি মুচকি হাসে,
কিবা সে কৌমুদী মাখা মুখ মনোহর!
বিলাস-বাসনা ভরে, দশনে টিপিয়া ধরে,
কখন কখন বালা আরক্ত অধর,
গাল হয় রাঙা রাঙা, লাজ হয় ভাঙা ভাঙা,
এমনি সময়ে তুমি যাও মধুকর!

৩

যাও হে যেখানে বউ, কাঁকালে তুলিয়া ঢেউ,
জলের কলসী কক্ষে—গমন মন্থর,—
ঢক্ ঢক্ শব্দ তায়, কলসী চুবান খায়,
আন্দোলিত অঙ্গে তার রূপের সাগর!
এলা'য়ে পড়েছে চুল, ঝাঁক বাঁধা অলিকুল,
মধুভরা বধূমুখ ঘোমটা ভিতর,

ঈষৎ ঘেমেছে গাল, হয়েছে গোলাপী লাল,
এই বেলা সন্ধ্যাবেলা যাও মধুকর!

৪

দেখিয়া বনের ফুল, করিও না পথে ভুল,
কি ছার কুমুদ কুন্দ কমল কেশর,
কার মুখে এত হাস, ফু'টে আছে বারমাস,
শরত বসন্তে খু'লে সুধার নির্ঝর?
চামেলী বেলার কাছে, তেমন কি মধু আছে,
বিনে সেই বিলাসিনী কামিনী-অধর?
বিভল বাসনা বশে, আবেশে কাঁচুলী খসে,
এই বেলা সন্ধ্যাবেলা যাও মধুকর!

১৫ ফাল্গুন, ১২৯১ সন।
ময়মনসিংহ।

সারদা ও প্রেমদা।

১

সারদা পশ্চিমে ডুবে, প্রেমদা উঠিছে পূবে,
জীবন-গগন মধ্যে আমি দাঁড়াইয়া,
অপূর্ব্ব সুন্দরী উষা, অপূর্ব্ব সন্ধ্যার ভূষা,
পৃথিবীর দুই প্রান্ত উঠিছে প্লাবিয়া!

২

প্রেমদা বাঁ হাত টানে, সারদা ধরেছে ডানে,
বুঝিতে পারি না আমি কোন্ দিকে যাই,
দোঁহারি সমান স্নেহ, বেশ কম নহে কেহ,
দু'জনে ওজনে তুল চুক্‌চুল নাই!

৩

দোহারি সমান জোর, প্রাণ ছিঁড়ে যায় মোর,
দু'জনেই চাহে তারা পুরাপুরি নেয়,
দু'জনেই করে আশা, পরিপূর্ণ ভালবাসা,
তিলমাত্র নাহি চাহে কেহ কারে দেয়!

৪

সারদা যাইতে ডাকে, প্রেমদা ধরিয়া রাখে,
ঠেকেছি বিষম দায়—বিষম সঙ্কটে,
কে হয় বেজার খুসি, কারে রুষি কারে তুষি,
এমন দারুণ দায় কারো নাকি ঘটে?

৫

চেতে প্রেমদার পানে, সারদাও মরে প্রাণে,
বুঝিনা কেমন হিংসা—এ কেমন আড়ি,
দু'জনেই বলে তারা, কেবল তোমারে ছাড়া,
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড চে'লে তাও দিতে পারি!

৬

প্রেমদা পদ্মার কূলে, কোমল শেফালী ফুলে,
করিয়া বাসর-শয্যা ডাকিছে আমায়,
সারদা চিলাই-তীরে, আমকাঠ দিয়ে শিরে,
আঁচল বিছায়ে ডাকে চিতা-বিছানায়!

৭

নাহি নিশি নাহি দিন, দু'জনেই নিদ্রাহীন,
দুই দিকে দুই সিন্ধু গর্জ্জিছে সমানে,
পাষাণ-হৃদয় স্বামী, পানামা যোজক আমি,
ধীরে ধীরে ভেঙ্গে নামি দু'জনার বানে।

৮

যদি কভু ভুলে চুকে, কারো নাম আনি মুখে
অমনি আরেক জন অভিমানে ভোর,
না নড়িতে চুলকণা, সাপিনীরা ধরে ফণা,
ভয়ে ভয়ে সদা আছি হয়ে গরুচোর!

৯

কিবা ঘুম কিবা জাগা, দু'জনে পিছনে লাগা
পারি না তিষ্ঠিতে বড় পড়েছি ফাঁপরে,
একটু নাহিক স্বস্তি, জ্বালা'য়ে ফেলিল অস্থি
হায়! হায়! লোকে কেন দুই বিয়া করে?

৩রা অগ্রহায়ণ, ১৩০১ সন।
কলিকাতা।

দেবতা।

১

আমি যারে ভালবাসি সে ত গো দেবতা,
সে ত গো মানুষ নয়, সে ত নহে ক্ষুদ্রাশয়,
মানুষের সনে সে ত নাহি কহে কথা।
অনন্ত-গগনবৎ, মহতের সে মহৎ,
সে জানে না নতভাব সে শুধু উচ্চতা!
আমি যারে ভালবাসি সে ত গো দেবতা।

২

আমি যারে ভালবাসি দেবতা সে জন,
আমি ত দেখিনি তারে, কে কবে দেখিতে পারে,

মানবের আঁখি দিয়া দেবতা কেমন ?
মানুষে মানুষ দেখে, কাব্যে কবিতায় লেখে,
সে শুধু ধ্যানের বস্তু, ধ্যান করে মন !
আমি যারে ভালবাসি দেবতা সে জন !

৩

সে ত গো দেবতা আমি যারে ভালবাসি,
শরত শশীর আলো, পদ্মবনে যদি ঢালো,
হইলে হইতে পারে মানবী রূপসী !
বিজলী আঁখির ঠার, তারি বটে অহঙ্কার,
তুলনা মিলেনা সেই দেব রূপরাশি !
সে ত গো দেবতা আমি যারে ভালবাসি !

৪

সে ত গো দেবতা আমি ভালবাসি যারে,
সে নহে সামান্য নারী, তারে কি ছুঁইতে পারি,
সে যে পূর্ণ দেবত্বের স্পর্দ্ধা-অহঙ্কারে !
আলিঙ্গন চুমাচুমি, সে ত করি আমি তুমি,
ধিক্ সে দেবত্বে যদি ছোঁয়া যেত তারে !
সে ত গো দেবতা আমি ভালবাসি যারে !

৫

আমি যারে ভালবাসি দেবতা সে জন,
সে নহে সায়াহ্ন ঊষা, সে পরে না বেশভূষা,
সে উলঙ্গ মহাকালী, নাহি আবরণ !
অকল্প অরূপরূপ, কে জানে সে কোন্ রূপ,

আমি ত জানি না তার আছে প্রাণমন।
আমি যারে ভালবাসি দেবতা সে জন!

৬

আমি যারে ভালবাসি সে ত গো দেবতা,
তার নাই প্রেম স্নেহ, সে নহে মানুষ কেহ,
মানুষে বুঝিবে কিসে দেবতার কথা?
তোমরা কণার কণা, অতি ক্ষুদ্র একজনা,
তোমরা কেবল জান আদর মমতা!
আমি যারে ভালবাসি সে ত গো দেবতা।

৭

সে ত গো দেবতা আমি যারে ভালবাসি,
চির-অমিলন তার, চিরকাল হাহাকার,
আছে তার অশ্রুজল রাশি রাশি রাশি!
মানুষ চাহেনা তাহা, পবিত্র পুণ্যের যাহা,
সে চায় বিলাস-ভোগ শুধু হাসাহাসি!
সে ত গো দেবতা আমি যারে ভালবাসি।

৮

আমি যারে ভালবাসি দেবতা সে জন,
সে জানেনা মনে-রাখা, সে জানেনা কাছে-থাকা,
সে যে করে আগে আগে দূরে পলায়ন!
প্রাণ দিলে মন দিলে, তোমাদের প্রেম মিলে,
সে চাহেনা বিনিময়—কেনাকাটা মন!
আমি যারে ভালবাসি দেবতা সে জন!

৯

সে ত গো দেবতা আমি ভালবাসি যারে,
আমি শুধু চাহি তার, ঘৃণা গালি তিরস্কার,
সে যে করে অবহেলা উপেক্ষা আমারে!
আমি চাহি বারমাস, হা হুতাশ দীর্ঘশ্বাস,
অপমান অনাদর যত দিতে পারে!
সে ত গো দেবতা আমি ভালবাসি যারে!

১০

আমি যারে ভালবাসি দেবতা সে জন,
আমি চাহি তার তরে, হৃদয়ের স্তরে স্তরে,
কালকূটে জ্বলে যেন কালান্ত দহন!
আমি চাহি কণ্ঠভরা, শোণিত-শোষণ-করা
তাহার নিরাশ-চিন্তা—নিশি-জাগরণ!
আমি যারে ভালবাসি দেবতা সে জন!

১১

আমি যারে ভালবাসি সে ত গো দেবতা,
উদ্বেগ উৎকণ্ঠা তার, অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা আর
প্রাপ্তিহীন চির-ভিক্ষা—চির-দরিদ্রতা,
আমি বড় ভালবাসি, তার বিদ্রূপের হাসি—
দ্রব-মরণের সেই মহা মধুরতা!
আমি যারে ভালবাসি সে ত গো দেবতা!

১৩ই চৈত্র, ১২৯৮ সন।

কলিকাতা।

পদ্মফুল।

১

কি খেণে দেখিনু তোরে পদ্ম মনোহব,
পরাণ পাগল করা,
কি আছে ও মুখে ভরা,
কি মধু মাখানো তোর কোমল অধব ?
বল্‌নারে কি যে দিয়া,
পাগল করিলি হিয়া,
এত ‘গুণ’ গায় তোর কেন মধুকর ?
কি দিয়ে করিলি পদ্ম পাগল অন্তর ?

২

কি সুধা মাখানো তোর হাসি মনোহব।
ভ্রমরা করিয়া খালি,
এত সুধা কোথা পা’লি,
কলঙ্কে লজ্জায় দেখ্ ম্লান সুধাকর !
দেখিলেরে তোর হাসি,
অস্তাচলে যায় শশী,
পারেনা দেখাতে মুখ দিনে শশধর !
এত সুধা পা’লি কোথা কুসুম সুন্দব ?

৩

এমন রূপের রাশি পা’লি কোথা ফুল ?
আরো কত ফুল আছে,

ফুটে থাকে গাছে গাছে,
কেহ ত করে না প্রাণ এমন আকুল!
এমন মধুর বাস,
এমন মধুর হাস,
দেখিনি এমন কোন মঞ্জরী মুকুল!
এমন রূপের রাশি পাঁলি কোথা ফুল?

৪

কেন রে দেখিনু তোরে পদ্ম মনোহর?
ঘেষিতে পারিনা কাছে,
গায়ে তোর কাঁটা আছে,
বেড়িয়া রয়েছে তোরে কাল-বিষধর;
যদিও সাহস করি,
তবু ভয় ডুবে মরি,
হায়, কি বিপদে আজ ফেলিল ঈশ্বর!
কি খেণে দেখিনু তোরে পদ্ম মনোহর!

১লা চৈত্র, ১২৯৩ সন।
শীতলপুর বাগানবাটী—শেরপুর,
ময়মনসিংহ।

পাহাড়িয়া নদী।

১

সরলা আমার যেন পাহাড়িয়া নদী!
মিশিয়া দু'ফোটা জল, সুনির্ম্মল সুশীতল,

লুকাইয়া চুপে চুপে বহে নিরবধি !
সরলা আমার যেন পাহাড়িয়া নদী !

২

সরলা আমার যেন পাহাড়িয়া নদী,
না আছে তরঙ্গ-ভঙ্গ, নাহি জানে রসরঙ্গ,
নীরবে খুঁজিয়া ফিরে কোথায় নীরধি।
সরলা আমার যেন পাহাড়িয়া নদী !

৩

সরলা আমার যেন পাহাড়িয়া নদী,
বাহিরে কঙ্কর ভরা, যেন মরুভূমি মরা,
অন্তরে অগাধ জল—নাহিক অবধি !
সরলা আমার যেন পাহাড়িয়া নদী।

৪

সরলা আমার যেন পাহাড়িয়া নদী,
অভিমানে ওঠে ফু'লে, ফেনায়ে উচ্ছ্বাস তুলে,
পদাঘাতে গিরি ভাঙ্গে পথ রোধে যদি।
সরলা আমার যেন পাহাড়িয়া নদী !

৫

সরলা আমার যেন পাহাড়িয়া নদী,
ঊষরি আলতা পায়, জ্যোস্না চন্দন গায়,
লাবণ্যে ভুবন ভাসে আকাশ অবধি !
সরলা আমার যেন পাহাড়িয়া নদী !

৬

সরলা আমার যেন পাহাড়িয়া নদী !
একগুঁয়ে—তেজীয়ান, অথচ তরল প্রাণ,

নীরবে সে নতমুখে বহে নিরবধি !
সরলা আমার যেন পাহাড়িয়া নদী !

৭

সরলা আমার যেন পাহাড়িয়া নদী,
নাহি সভ্যতার লেশ, আরণ্য অসভ্য বেশ,
ঠেলে ফেলে হীরা মণি সেধে দেও যদি !
সরলা আমার যেন পাহাড়িয়া নদী !

৮

সরলা আমার যেন পাহাড়িয়া নদী !
ফুলময়ী লতা হে'লে, গলাধরে বুক মেলে,
কি জানি তাহারে আহা ফেলে যায় যদি !
সরলা তাহার যেন স্নেহের ননদী !

৯

সরলা আমার যেন পাহাড়িয়া নদী !
করিণী সে গতি রাখে, হরিণী চাহিয়া থাকে,
আকুলা কোকিলা ডাকে কূলে নিরবধি !
সরলা আমার যেন পাহাড়িয়া নদী !

১০

সরলা আমার যেন পাহাড়িয়া নদী !
তাহারি দয়ার দানে, তারি স্নেহ-বারি-পানে,
বাঁচে বন-পশুপাখী কীটাণু অবধি !
সরলা আমার যেন করুণার নদী !

১১

সরলা আমার যেন পাহাড়িয়া নদী !
ছয় ঋতু ফলে ফুলে, ও পূত চরণ-মূলে,

অর্পিয়া অঞ্জলি তারে পূজে নিরবধি!
সরলা আমার যেন মহিমার নদী!

১২

সরলা আমার যেন পাহাড়িয়া নদী!
কোন্ দেশে—কত দূরে, আজ সে যে ফিরে ঘুরে,
কোথা বা হৃদয় পেতে রয়েছে জলধি!
সরলা প্রেমদা মোর প্রেমময়ী নদী!

৮ই মাঘ, ১৩০১ সন।
মধুপুর, E I R

বিদায়।

১

চলিলাম প্রাণময়ি! চলিলাম আজি,
পরাণে পাষাণ চেপে ছাড়িয়া তোমায়,
এই ভাসাইনু তরী, জানিনা বাঁচি কি মরি,
জানিনা দৈবের বশে যাইব কোথায়!
অনন্ত সলিল রাশি, গর্জ্জিতেছে অট্ট হাসি,
প্রলয় পয়োধি যেন উছলিয়া যায়!
এই ব্রহ্মপুত্র-জলে, এই শূন্য বক্ষস্থলে,
এই যে অনন্ত শূন্য শুধু দেখা যায়,—
চলিলাম প্রাণময়ি ছাড়িয়া তোমায়!

২

যাই যে নাহি সে খেদ—নাহি দুঃখ তায়,
ভুলিয়াও সে ভাবনা নাহি করি মনে,

কেবল রহিল দুখ, অই পূর্ণচন্দ্রমুখ—
পূরেনি আকাঙ্ক্ষা যারে নিরখি নয়নে ;
এত কষ্টে এত ক্লেশে, এত যারে ভালবেসে,
ছাড়িয়া যাহারে যাই বিধি-বিড়ম্বনে,—
একটী মুহূর্ত্ত হায়, দেখিতে নারিনু তায়,
এই বিদায়ের কালে, চারু-চন্দ্রাননে,
ভরিলনা চিত্ত তার একটী চুম্বনে।

৩

এই দুঃখ প্রাণময়ি, রহিল অন্তরে,
অই মণিময়ীমূর্ত্তি বুকে বসাইয়া,
অন্তিম বিদায়ে হায়, ও কম-কমল পায়,
নয়নের শেষ-অশ্রু উপহার দিয়া,
এই চিরদগ্ধপ্রাণ, করিব যে বলিদান,
প্রেম-যজ্ঞে স্বাহা-স্বধা মন্ত্র উচ্চারিয়া,
সে আকাঙ্ক্ষা সে বাসনা, পরিপূর্ণ হইল না,
প্রাণের আগুন আজি প্রাণে লুকাইয়া,
যাই, প্রাণময়ি, প্রাণ পাষাণে বাঁধিয়া !

৪

কোথা যাই প্রাণময়ি, ছাড়িয়া তোমায় ?
তোমারে ছাড়িয়া যাই, হৃদয়ে বিশ্বাস নাই,
অথচ তরণী খানি দ্রুত ভেসে যায়,
দুর্ণিবার স্রোতজলে, এই ব্রহ্মপুত্র চলে,
দেখিতে দেখিতে এই আসিনু কোথায় !
যাই তবে চন্দ্রাননে, রাখিও রাখিও মনে,

কেমনে ভুলিব তোরে হায় হায় হায়!
যাই প্রিয়ে প্রাণময়ি—বিদায়! বিদায়!

৮ই ভাদ্র, ১২৮৯ সন।
ব্রহ্মপুত্র নদ।

গুণ গুণ গুণ!
নব বসন্তের বনে, মধুতপ্ত সমীরণে,
আঁবির উড়ায়ে হাসে ঊষার অরুণ!
এমন সময়ে অলি, এসে চাহে গলাগলি,
কুসুমের কাণে কহে শুন্ সই শুন্,
গুণ গুণ গুণ!
মালতী মাধবী কয়, দূর হও দুরাশয়,
জানি তুমি জাতিকুল নাশে সুনিপুণ!
গুণ গুণ গুণ!
কহিছে যূথিকা জাতী, জানি তুমি নারীঘাতী,
হৃদয় শুষিয়া হায় শেষে কর খুন!
গুণ গুণ গুণ!
হেসে বলে সূর্য্যমুখী, কাহারে করেছ সুখী?
চিনিহে তোমারে তুমি ডাকাত্ দারুণ!
গুণ গুণ গুণ!
গোলাপ কহিছে তারে, কেন সাধ বারে বারে,
বেহায়া বেল্লিক্ক তোর মুখে কালীচুণ!

গুণ গুণ গুণ!

কামিনী লজ্জায় মরে, হেসে গলে খসে পড়ে,

বলে পোড়ামুখ তোর ও মুখে আগুন!

গুণ গুণ গুণ!

পরাণে পাষাণ চাপা, শরমে বলিছে চাঁপা,

আজ যে আদর বড় কাতর করুণ?

গুণ গুণ গুণ!

বলিছে মতিয়া বেলী, পদাঘাতে গেলে ঠেলি,

ফিরে কি এসেছ দিতে কাটা ঘায়ে নুণ?

গুণ গুণ গুণ!

চতুরা চামেলী কয়, মনে মুখে এক নয়,

মুখে বাঁশী, হাতে ফাঁসি, পিঠে ধনুতুণ!

গুণ গুণ গুণ!

হেসে বলে গন্ধরাজ, আতরেতে কিবা কাজ,

বাড়ী গিয়ে মাখ আজ পিঁয়াজ রস্থন!

গুণ গুণ গুণ!

আদরে শিমূল কয়, এস অলি মহাশয়,

সকলই আছে শুধু মধুটুকু উন!

গুণ গুণ গুণ!

সন্ন্যাসী বলিছে হেসে, তোমারেও বুঝি শেষে,

বিভূতি মাখিয়া দেয় কেতকী প্রস্থন!

গুণ গুণ গুণ!

২রা কার্ত্তিক, ১৩০১ সন।

কলিকাতা।

হেলা।

১

আমারে সকলি করে হেলা!
সোণার রেণুটী পেলে, রত্নাকরো হাত মেলে,
তরঙ্গে তৃণেরে মারে ঠেলা!
আমারে সকলি করে হেলা!

২

সকলেই করে অনাদর!
মেঘের আসন পাতে, হিমাদ্রি আপন মাথে,
ধূলা ফিরে দেশ দেশান্তর!
সকলেই করে অনাদর!

৩

সকলেই করে অযতন!
কুসুম অঞ্জলি দানে, বসন্ত এগুয়ে আনে,
শীত এলে মলিন কানন!
সকলেই করে অযতন!

৬ই অগ্রহায়ণ, ১৩০১ সন।
কলিকাতা।

আমার ভালবাসা।

১

আমি তারে ভালবাসি অস্থিমাংস সহ,
অমৃত সকলি তার—মিলন বিরহ!
বুঝিনা আধ্যাত্মিকতা,
দেহ ছাড়া প্রেম-কথা,
কামুক লম্পট ভাই যা কহ তা কহ!
কোথায় স্থাপিয়ে মূল,
ফোটে প্রেম-পদ্মফুল?
আকাশ-কুসুম সে যে কল্পনা-কলহ!
আত্মায় আত্মায় যোগ,
বুঝিনা সে উপভোগ,
অদেহী আত্মারে আগে কিসে ছুঁয়ে লহ?
তোমাদের রীতি নীতি,
বুঝিনা পবিত্র প্রীতি,
তোমরা কি পৃথিবীর নরলোক নহ?
আমি ভাই ভালবাসি অস্থিমাংস সহ!

২

আমি তারে ভালবাসি অস্থিমাংস সহ!
আমি ও নারীর রূপে,
আমি ও মাংসের স্তূপে,
কামনার কমনীয় কেলি-কালীদহ—

ও কর্দ্দমে—অই পঙ্কে,
অই ক্লেদে—ও কলঙ্কে,
কালীয় নাগের মত সুখী অহরহ !
আমি তারে ভালবাসি অস্থি মাংস সহ !

৩

আমি তারে ভালবাসি অস্থিমাংস সহ !
ধরার মানুষ আমি,
আমি ভাই মহাকামী,
আমার আকাঙ্ক্ষা সে যে মহা ভয়াবহ !
আলিঙ্গনে ভাঙ্গেচুরে,
শ্বাসে হিমালয় উড়ে,
চুম্বনে চূর্ণিত হয় গ্রহ উপগ্রহ !
আমাদেরি কেলি ভরে,
পৃথিবী উলটি পড়ে,
ও নহে সাগরে বান তোমরা যা কহ !
মর্দ্দনে মন্থনে বুকে,
অগ্নি উঠে গিরিমুখে,
ভূমিকম্পে কাঁপে বিশ্ব ভয়ে অহরহ !
আমি তারে ভালবাসি অস্থিমাংস সহ !

৪

আমি তারে ভালবাসি অস্থিমাংস সহ !
আমি মহাকাম—পতি,
সরমা সে মহারতি,
মরিলে মরণ নাই, নাহিক বিরহ !

অনঙ্গ অনঙ্গ রঙ্গে,
সদা থাকে এক সঙ্গে,
সে আমার আমি তার মহা গলগ্রহ !
ইহকালে পরকালে,
জীবনের অন্তরালে,
প্রীতির প্রসন্নমূর্ত্তি জাগে অহরহ !
মোদের নির্ব্বাণ নাই,
আমরা না মুক্তি চাই,
অনন্ত ধ্বংসের বর তোমরাই লহ !
আমাদের ভালবাসা অস্থিমাংস সহ !

৫

আমি তারে ভালবাসি অস্থি মাংস সহ,
জানি না নিষ্কাম কর্ম্ম,
বুঝিনা নিষ্কাম ধর্ম্ম,
বুঝি না "ঘোড়ার ডিম" তোমরা কি কহ !
আমি শুধু চাই—চাই,
চাহিতে বিরক্তি নাই,
না পেলে অনন্ত-ভিক্ষা জীবন দুর্ব্বহ !
হায় হায় কেবা জানে,
কি মহা গহ্বর প্রাণে,
কোটি বিশ্বে নাহি ভরে সে যে পোড়াদহ !
এস ভাই মহাসুখে,
তোমাদেরে (ও) লই বুকে
শত্রুমিত্র অবিভেদে যে যেখানে রহ !

এস সুধা, এস বিষ,
এস পুষ্প কি কুলিশ,
এস অগ্নি, এস জল, এস গন্ধবহ !
আমার স্বার্থের আশা,
মহাস্বার্থ ভালবাসা,
এস হে আমার বুকে করি অনুগ্রহ !
অরূপ আত্মায় ভাই,
ভরে না এ গড়খাই,
আমি ভালবাসি তাই অস্থিমাংস সহ,
এস হে আমার বুকে করি অনুগ্রহ !

৫

আমি ভালবাসি তারে অস্থিমাংস সহ,
আমি নাহি বুঝি পাপ,
নাহি বুঝি অভিশাপ,
কনকের গৃহে কিসে নরক সংগ্রহ !
জড় কিসে নীচ—তুচ্ছ,
আত্মা কিসে মহাউচ্চ,
আমি ত বুঝিনা ভেদ, তোমরাই কহ !
সে কি গো সোহহং নয় ?
'আমি' পূর্ণ বিশ্বময়,
অনন্ত পুরুষ আমি আদি পিতামহ !
প্রকৃতি দেহার্দ্ধ মম,
প্রাণাধিক প্রিয়তম,
মহাকাল দেখে নাই তাহার বিরহ !

তাহারে করিতে ঘৃণা,
অধিকার আছে কি না,
তোমরা 'দিগ্‌গজ-জ্ঞানী' তোমরাই কহ!
চখে চখে চখ বোজা,
হাতা'য়ে পীরিতি খোজা,
তার চেয়ে এ যে সোজা, চখে দেখে লহ!
সে আমার আমি তার,
নাহিক বাকল সার,
এক আত্মা দুজনার অনাদি আবহ!
আমি তারে ভালবাসি অস্থিমাংস সহ!

৬

আমি তারে ভালবাসি অস্থিমাংস সহ,
সুন্দর কুৎসিত হৌক,
উলঙ্গ আবৃত রৌক,
কুরুচি বলিয়া কর কলঙ্ক-নিগ্রহ!
থাক্ তার মহাকুষ্ঠ,
আমি যে তাতেই তুষ্ট,
তোমরা দেখ'না নয় ভয়ে দূরে রহ!
চন্দন আতর সম,
তার পূয প্রিয় মম,
শরীরে মাখিলে যায় যাতনা দুঃসহ!
থাক্ তার শত পাপ,
থাক্ শত অভিশাপ,

সে আমার বিধাতার মহা অনুগ্রহ !
আমি তারে ভালবাসি অস্থিমাংস সহ !

৭

আমি তারে ভালবাসি অস্থিমাংস সহ,
আজো তার ভস্মছাই,
বুকে রেখে চুমা খাই,
আজো সে গায়ের গন্ধ বহে গন্ধবহ !
আনন্দ উল্লাসে খুলি,
আজো তার চুল গুলি,
গলায় বাঁধিয়া আহা জুড়াই বিরহ।
আজো তার প্রতিচ্ছায়া,
ধরিয়া নূতন কায়া,
স্বপনে আসিয়া করে সপত্নী-কলহ !
আজো সে লাবণ্য তার,
সুধা-মন্দাকিনী ধার,
ভরে ব্রহ্ম-কমণ্ডলু আদি পিতামহ !
আমি তারে ভালবাসি অস্থিমাংস সহ !

১৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩০১ সন।
কলিকাতা।

আমি দিব ভালবাসা।

১

তোরা, কে নিবি আয়,
আমি দিব ভালবাসা, যে যত চায়!
কার বুকে কত বল, কার চখে কত জল,
দে খি কার প্রাণে কত 'হায় হায়'!
পারিবি কে রে নিতে আয় আয়!

২

আমি দিব ভালবাসা, কে নিবি আয়!
দিয়েছি এক বিন্দু, উথ'লে পড়ে সিন্ধু,
বালুতে বেলাভূমে আছাড় খায়!
তটিনী দেশে দেশে, ফিরে উদাসী বেশে,
জনমে আর নাহি ঘরে সে যায়!
কে নিবি ভালবাসা, আয় আয়!

৩

আমি দিব ভালবাসা, কে নিবি আয়,
দিয়াছি নব মেঘে, তড়িতে জ্বলে বেগে,
রাখিতে নারে বুকে জলদ তায়!
পড়িছে ভয়ঙ্কর, কাঁপায়ে চরাচর,
ভাঙ্গে সে ধরাধর অশনি ঘায়!
আমার এ ভালবাসা, কে নিবি আয়!

৪

আমি দিব ভালবাসা, কে নিবি আয়!
দিয়াছি ফোটা ফুলে, তাই সে বিনা মূলে,
কাতরে আতর মধু বিলায়!

ঘৃণায় অপমানে, নীরবে মরে প্রাণে,
ঝরে সে পতঙ্গের চরণ ঘায়!
আমি দিব ভালবাসা, কে নিবি আয়!

৫

আমি দিব ভালবাসা, কে নিবি আয়!
দিয়েছি শশধরে, তাই সে বাঁচে মরে,
পুষ্পিত পৌর্ণমাসী—অমানিশায়!
পশারি স্নেহে বাহু, আহ্লাদে ধরে রাহু,
সুজন কুজন বুঝেনা হায়!
আমি দিব ভালবাসা, কে নিবি আয়!

৬

আমি দিব ভালবাসা, কে নিবি আয়!
পাষাণে বেঁধে বুক, নিয়েছে জ্বালামুখ,
পারেনা সামালিতে উগারে তায়!
তরল সে অনলে, পীরিতি সোতে চলে,
মরণ-ভগীরথ আগে সে যায়!
আমার এ ভালবাসা, কে নিবি আয়!

৭

আমার এ ভালবাসা, কে নিবি আয়!
চাতক পাখীগুলি, নিয়েছে ঠোঁটে তুলি,
ভিজেনা পারাবারে সে ঠোঁট, হায়,
অনন্ত সে পিপাসা, অনন্ত মহা আশা,
অনন্ত আকাশে সে আকাশ চায়!
আমার এ ভালবাসা, কে নিবি আয়!

বিরহ-সংগীত।

মিলন হইতে দেবি বরঞ্চ বিরহ ভাল,
দেখিব বলিয়া আশা মনে থাকে চিরকাল!
নিরাশা নাহিক জানি,
সদা শুনি দৈববাণী,
মৃত-সঞ্জীবনী ভাষা—"বাসিভাল! বাসিভাল"!
যে দিকে—যে দিকে চাই,
তোমারে দেখিতে পাই,
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বিশ্ব বিশ্বরূপে কর আল'!
মিলনে বিরহ ভয়,
আকুল করে হৃদয়,
চুম্বিতে চমকি উঠি নিশি বা পোহায়ে গেল!

৬ই আশ্বিন, ১২৯৪।
শেরপুর,—ময়মনসিংহ।

সামান্য নারী।

সামান্য নারীটা তার কত পরিমাণ?
শূন্য ক'রে গেছে যেন সমস্তটা প্রাণ!
একটু গিয়াছে হাসি,
একটু গিয়াছে কান্না,
একটু আঁখির জলে মাথা অভিমান!
একটু চুম্বন গেছে,
একটু নিশ্বাস দীর্ঘ,
একটুকু আলিঙ্গন তৃণের সমান।

যা গেছে, সে ক্ষুদ্র গেছে,
প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড আছে,
তবে যে ভরে না কেন তার শূন্য স্থান ?
সামান্য নারীটা তার কত পরিমাণ ?

২৫শে ভাদ্র—১২৯৬ সন।
শীতলপুর বাগান বাটী—শেরপুর,
ময়মনসিংহ।

চাহিনা।

১

চাহিনা—ঘৃণিত প্রেমে নাহি প্রয়োজন,
জীবনের যত সাধ হয়েছে পূরণ !
নাহি আর উচ্চ আশা, চাহিনারে ভালবাসা,
চাহিনা দেখিতে তোর চারু চন্দ্রানন !
বুঝিয়াছি মিছামিছি, পাষাণে পরাণ দিছি,
বিনিময়ে চিরদিন করিব রোদন !
বুঝেছি বুঝেছি হায়, কোটি যুগ তপস্যায়,
এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবেনা কখন,
এমনি—এমনি ভাবে, জীবন বহিয়া যাবে,
তীরে তীরে চিতাচিহ্ন করি প্রক্ষালন !
ধ্বনিয়া দিগন্ত সব, নিরাশার হাহারব,
এমনি হৃদয়ে নিত্য করিবে গর্জ্জন !
চাহিনা—ঘৃণিত প্রেমে নাহি প্রয়োজন !

২

আহা—

কত কাল পাষাণিরে এই ভাবে আর,
গণিব রজনী দিবা তিথি মাস বার ?
চাহিয়া চাহিয়া হায়, রবিশশী অস্ত যায়,
তথাপি দুঃখের দিন যায় না আমার ;
আকাঙ্ক্ষা বাসনা যত, গিয়াছে জন্মের মত,
হৃদয়ে দগধ-চিহ্ন শুধু আছে তার !
এত ধ্বংসরাশি বুকে, প্রাণ পূর্ণ এত দুখে,
প্রেমের নন্দন বন এত ছারখার,
তথাপি—তথাপি হায়, জীবন নাহিক যায়,
সেই ভস্মরাশি পানে চাহি বারবার,
কাতরে করুণা ভিক্ষা করিছে তোমার !

৩

চখের একটু দেখা বেশী কিছু না রে,
দূরে দাঁড়াইয়া থেক', চেয়ে দেখ' বা না দেখ'
আমিই দেখিয়া নিব পাষাণি তোমারে !
কয়ো না একটী কথা, দেখিব সে নীরবতা,
এত যত্নে এত দিন পূজিয়াছি কারে ;
দেখিব পাষাণময়ী, প্রেম কই—প্রাণ কই,
এত দিন প্রাণময়ী ডাকিয়াছি যারে !
দেখিব অমৃত লতা, কোথা গেল বিষম্নতা,
বিষাক্ত হৃদয় নিয়ে পরখিব তারে !
দে'খে চিনি কি না চিনি, দেখিব সে সরোজিনী

মানিনী মানসসরে উষার তুষারে!—
চখের একটু দেখা বেশী কিছুনা রে!

৪

সামান্য দেখাটী সেই শুধু প্রাণ চায়,
দেখিব চখের দেখা, দাঁড়াইয়া থেকো একা,
প্রেমের স্থবর্ণরেখা বিরহ-বেলায়!
ও শরীর কদাচিত, করিব না কলঙ্কিত,
নরের মলিন করে ছোঁবনা তোমায়!
গায়ের বাতাস মোর, গায়ে না লাগিবে তোর,
দাঁড়াব যে দিক্ দিয়া বায়ু বয়ে যায়!
অতি যত্নে—সাবধানে, অতিদূর ব্যবধানে,
ত্রিদিব স্বপন সম দেখিব তোমায়!
চখের একটু দেখা শুধু প্রাণ চায়!

৫

জানি না—
এই বাসনাটী ভরা কত রত্ন ধন,
সকলি লভিব যেন হইলে পূরণ!
যাহা জগতের প্রিয়, যাহা কিছু অদ্বিতীয়,
যাহা মানবের ভাগ্যে ঘটে না কখন,
যে স্থর-সম্পদ রাশি, রবিশশী অভিলাষী,
গগনে গগনে যার করে অন্বেষণ!
এ বাসনা ভরা তাই, যত চাই তত পাই,
দেবের সৌভাগ্যে ইহা পূরে কদাচন!
ধরার দরিদ্র হায়, আজি সে সম্পদ পায়,

পাষাণি করুণা যদি কর বিতরণ ;
অই বাসনাটী ভরা কত রত্ন ধন !

৬

যাক্—
কি কাজ স্মৃতির জ্বালা বাড়াইয়া আর ?
উপরে পড়ুক ছাই, যাতনা ভুলিয়া যাই,
দেখিয়াছি এই রূপে নিবিতে অঙ্গার !
হায় রে জানি না আগে, যে আগুন প্রাণে লাগে,
কিরূপে কেমনে নিবে যাতনা তাহার,
কিরূপে কেমনে নিবে, কিসে প্রাণ জুড়াইবে,
কে দিবে বলিয়া হায়, এত দয়া কার ?
সত্যই কি অন্বেষিলে, ধরায় করুণা মিলে,
তা হলে কি হ'ত হায় দহিতে আমার ?
জানে না নিঃস্বার্থ দয়া স্বার্থের সংসার !

৭

থাকুক নিঃস্বার্থ দয়া,—বিনিময় করি,
নাহি মিলে প্রতিদান, কোথা এ বিচার স্থান ?
পুণ্যের পৃথিবী এই ? হরি ! হরি ! হরি !
সুধা ব'লে বিষ দেয়, দিবে ব'লে প্রাণ নেয়,
আর না ফিরায়ে দেয় যদি প্রাণে মরি !
প্রেমে এত প্রবঞ্চনা, আত্মদানে বিড়ম্বনা,
রুধির প্রার্থনা করে প্রীতি ভয়ঙ্করী !
দেখিয়া পরের দুখ, চিরিয়া না দেয় বুক,
আত্মহত্যা নাহি করে করুণা সুন্দরী !

ছিন্নমস্তা রূপে হায়, বিনাশিছে আপনায়
বিশ্বাস বিশ্বাসঘাতী আপনা পাসরি!
সকলি—সকলি কি রে, ছুঁইলে এ পৃথিবীরে,
শিখে প্রবঞ্চনা পাপ ছলনা চাতুরী?
নাহি মিলে প্রতিদান বিনিময় করি?

১২৯০—ময়মনসিংহ।

এই এক নূতন খেলা।

১

আয় বালিকা খেল্‌বি যদি, এই এক নূতন খেলা!
রেখে দে তোর টোপাঠালি,
সারা দিনই খেলিস্ খালি,
মাটীর বেন্নুন মাটীর ভাত,—হাত ধুইয়ে ফেলা!
পুতুল টুতুল রেখে দিয়ে,
চল বকুলের বনে গিয়ে,
"বৌ বৌ বৌ" খেলি মোরা ফুলল-সন্ধ্যা বেলা!
আয় বালিকা খেল্‌বি যদি, এই এক নূতন খেলা!

২

আয় বালিকা খেল্‌বি যদি, এই এক নূতন খেলা!
"না ভাই! তুমি দুষ্ট বড়,
আঁচল টেনে আকুল কর,
তোমার কেবল ঘোমটা খুলে উদ্‌লা করে ফেলা!
চুপ্ চুপ্ চুপ্, কস্‌নে কারে, এই এক নূতন খেলা

৩

আয় বালিকা খেল্‌বি যদি, এই এক নূতন খেলা!
"না না, আমি তোমার সনে,
যাবনা আর বকুল বনে,
চখে মুখে বুকে তুমি ফুল দে' মার' ডেলা!"
চুপ্ চুপ্ চুপ্, কস্‌নে কারে,—এই এক নূতন খেলা!

৪

আয় বালিকা খেল্‌বি যদি, এই এক নূতন খেলা!
"তোমার কেবল কুসুম খোজা,
কাণে গোঁজা, খোপায় গোঁজা,
আমি অমন বইতে নারি ফুলের বোঝা মেলা!"
চুপ্ চুপ্ চুপ্, কস্‌নে কারে, এই এক নূতন খেলা!

৫

আয় বালিকা খেল্‌বি যদি, এই এক নূতন খেলা!
"তোমার সনে গেলে ছাই,
সকাল আস্‌তে ভুলে যাই,
ভয়ে মরি একলা যেতে সবুজ সন্ধ্যা বেলা!"
চুপ্ চুপ্ চুপ্, কস্‌নে কারে—এই এক নূতন খেলা!

৬

আয় বালিকা খেল্‌বি যদি, এই এক নূতন খেলা!
"তুমি কেবল বনে যেয়ে,
মুখের পানে থাক' চেয়ে,
লজ্জা করে! আর যাবনা নিত্যি সন্ধ্যা বেলা।"
চুপ্ চুপ্ চুপ্, কস্‌নে কারে—এই এক নূতন খেলা!

৭

আয় বালিকা খেল্‌বি যদি, এই এক নূতন্ খেলা!
"তুমি বড় লক্ষ্মীছাড়া,
ছেড়ে দেওনা খাড়াকৃথাড়া,
আকুল করে বকুল গাছে কোকিল ডাকে মেলা!"
চুপ্ চুপ্ চুপ্, কস্‌নে কারে—এই এক নূতন খেলা!

৮

আয় বালিকা খেল্‌বি যদি, এই এক নূতন খেলা!
"না ভাই তুমি দুষ্টু বড়,
একটী বলে আরটী কর,
ফাকি দিয়ে কোলে নিয়ে চুমো খেয়ে গেলা!"
চুপ্ চুপ্ চুপ্, কস্‌নে কারে—এই এক নূতন খেলা!

২৫শে চৈত্র—১২৯৭ সন।
শেরপুর, ময়মনসিংহ।

আজ কারে মনে হয়?

১

আজ কারে মনে হয়?
মেঘাচ্ছন্ন দশদিশি, ভেদ নাই দিবা নিশি,
অবিরল ঝরে জল অন্ধকারময়!
আজ কারে মনে হয়?

২

চপলা চমকে ঘন, ঘন ঘন গরজন,
কে জানে আমার কেন আখি জলময়!
আজ কারে মনে হয়?

৩

ভিজিতেছে তরুলতা, কাঁপিতেছে ফুল পাতা,
নীরব নিঝুম এই উপবনময় !
আজ কারে মনে হয় ?

৪

পিছনে ধানের খেত, বেঙ্ ডাকে 'গেঁত্ গেঁত্,
ভাসিয়া যেতেছে মাঠ জলে জলময় !
আজ কারে মনে হয় ?

৫

সমুখে পুকুরে জল, কুমুদ কহ্লার দল,
ভাসিয়া রয়েছে তাহে রক্ত-কুবলয় !
আজ কারে মনে হয় ?

৬

বাগানের এক পাশে, কেতকী কুসুম হাসে,
ভাদরে বিদেশী বলে বিদরে হৃদয় !
আজ কারে মনে হয় ?

৭

মেউয়া ডাকে পিপী ডাকে, বক উড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে,—
দিক্‌বালা পরিয়াছে রজত-বলয় !
আজ কারে মনে হয় ?

৮

একটু দেখিনা আলো, আকাশ তরল কালো,
অনন্ত গলিয়া যেন গেল সমুদয় !
আজ কারে মনে হয় ?

৯

ভিজা বুক ভিজা মন, ভিজা গেছে দু'নয়ন,
সমস্ত পৃথিবী শুদ্ধ ভিজা সমুদয়।
আজ কারে মনে হয়?

১০

পরবাসে—বনবাসে, এ ভরা ভাদর মাসে,
কে থাকে বরষা দিনে একা এ সময়?
আজ কারে মনে হয়?

২৭ শে ভাদ্র, ১২৯৬ সন।
শীতলপুর বাগানবাটী—শেরপুর,
ময়মনসিংহ।

দিনান্তে।

১

একবার
দিনান্তে দেখিতে দিও চারু চন্দ্রানন,
প্রীতির প্রতিমা প্রিয়ে করুণার মন!
সংসারের শত দুখে,
যে যাতনা জ্বলে বুকে,
ভুলিব প্রাণের সেই তীব্র জ্বালাতন!
দেখিব নয়ন ভরি,
দাঁড়াইও প্রাণেশ্বরি,
দেখিব লো কি করিয়া চুরি কর মন!

ইন্দ্রজাল রূপরাশি,
দেখায়ে ফুলের হাসি,
দেখিব কেমনে কর পরেরে আপন!
দিনান্তে দেখিব তব চারু চন্দ্রানন!

২

জীবনের এ দুর্দ্দিনে ঘোর অন্ধকারে,
কে বলিবে কত পুণ্যে,
দেখিলাম দূর শূন্যে,
দয়াময়ী ধ্রুবতারা হাসিতে তোমারে!
দেখিনু স্বর্গীয় রূপে,
হৃদয়ের অন্ধকূপে,
ঢালিতে কৌমুদী শুষ্ক প্রীতি পারাবারে!
নিরাশার বজ্ররবে,
যে বুক বিদীর্ণ হবে,
কোকিল-কোমল-কণ্ঠে জাগাইলে তারে,
দিনান্তে দেখিব প্রিয়ে সরলা তোমারে!

৩

প্রাণমন দগ্ধ এই ঘোর মরুভূমি,
এই মরু পিপাসায়,
বিশুষ্ক কণ্ঠের হায়,
একটী সলিল বিন্দু সুশীতল তুমি,
এ পাপ সংসার হায় ঘোর মরুভূমি!
প্রফুল্ল কুসুমভার,
প্রাণে ঢালো অনিবার,

সঞ্জীবনী আশা-লতা ছায়াময়ী তুমি,
এপাপ সংসার হায় ঘোর মরুভূমি

৪

দিনান্তে দেখিতে দিও চারু চন্দ্রানন,
ভরিবে এ শূন্যবুক শূন্য প্রাণমন!
আরো যে বাসনা আছে,
বলিব আসিলে কাছে,
কি কাজ আগেই তাহা বলিয়া এখন ?
না, না, না, ও তীক্ষ্ণধার,
বুকে ঢাকা তরবার,
পারিনা যে না বলিয়া কেটে যায় মন!
প্রাণের লুকান কথা—'একটী চুম্বন!'

শ্রাবণ—১২৮৯ সন।
ময়মনসিংহ।

মেঘ।

১

অই মেঘ আসে!
আমি যে দেখিগো খালি, ও যেন মনের কালী,
উড়িয়া বেড়ায় কার সুদীর্ঘ নিশ্বাসে!
আমি যেন শুনি কার, বুক-ভাঙ্গা হাহাকার,
জগতের অবহেলা ঘৃণা উপহাসে!
অই মেঘ আসে!

২

অই মেঘ আসে!

যেন সে প্রাণের জ্বালা, জ্বলিছে তড়িত মালা,
রহিয়া রহিয়া হায় নব নীলাকাশে,
জমিয়া জমিয়া তারি, যেন সে আঁখির বারি,
না পেয়ে করুণা কার দেশে দেশে ভাসে!
অই মেঘ আসে!

৩

অই মেঘ আসে!

আমি যেন দেখি কার, দুর্ব্বহ জীবন ভার,
শ্লথ মন্দ অবসন্ন হতাশে নিরাশে,
উন্মাদের মত ছুটে, পাহাড়ে সে মাথা কুটে,
মৃত্যুর অপেক্ষা করে মহা অভিলাষে!
অই মেঘ আসে!

৪

অই মেঘ আসে!

ও যেন মর্ম্মের কথা, ও যেন মর্ম্মের ব্যথা,
বলিবে বলিয়া কারে রেখেছিল আশে,
সে যেন দিলনা কাণ, আহত সে অভিমান,
করিতেছে আত্মহত্যা মহা অবিশ্বাসে!
অই মেঘ আসে!

৫

অই মেঘ আসে!

ও যেন অন্তিম-হিকা, ও চাহেনা দয়া ভিক্ষা,
নাহি চাহে অনুগ্রহ কৃপা করুণা সে,

আপনা ফিরায়ে লওয়া, তেজে লাজে ভস্ম হওয়া
আপনার চেয়ে যেন বেশি ভালবাসে!
অই মেঘ আসে!

৬

অই মেঘ আসে!
পরাণে বিষাদ এত, কাহারে বলেনা সে ত,
গোপনে রাখিতে চায় ঘোর অট্টহাসে,
নীচতার মহাকূপ, যেন উচ্চ অপরূপ
সমুদ্র হইয়া উড়ে উপর আকাশে!
অই মেঘ আসে!

৭

অই মেঘ আসে!
সে চাহে আঁধারে থাকে, আপনা লুকায়ে রাখে,
জগতের দূরতম-দূরে এক পাশে,
সে দেয় শশাঙ্ক রবি, নিবায়ে আলোক সবি,
নয়নের অন্তরালে লুকায় উদাসে!
অই মেঘ আসে!

৮

অই মেঘ আসে!
জগতে নাহি যে আর, আপনি ও আপনার,
নিষ্ঠুর সংসারে কেহ ভুলে না সম্ভাষে,
পরদুখে সুখী যারা, ময়ূর ময়ূরী তারা,
দেখিয়া উহারে দেখ নাচিছে উল্লাসে!
অই মেঘ আসে!

৯

অই মেঘ আসে!
যদি সে বরষে তার, করুণ নয়নাসার,
ভুলিয়া কখনো আহা অদম্য উচ্ছ্বাসে,
বিশ্বাসঘাতক জাতি, চাতক উল্লাসে মাতি,
রহিয়াছে ঊর্দ্ধমুখে তারি পান আশে!
অই মেঘ আসে!

১০

অই মেঘ আসে!
পাঁজর ভাঙ্গিয়া তার, বাহিরিলে হাহাকার,
করুণায় রবিশশী চমকে তরাসে,
কর্দ্দমে ভেকের দল, করে ঘোর কোলাহল,
কুরুচি বলিয়া হায় ক্রোধে, উপহাসে!
অই মেঘ আসে!

৭ই চৈত্র—১৩০১ সন।
মধুপুর, E. I. R.

বৈশাখে।

বৈশাখে বহে ঝড়,
শবদ ভয়ঙ্কর,
ভাঙ্গিছে বাড়ী ঘর,
যেতেছে খড় উড়ি,
কাঁচা ও পাকা আম,
আপাকা কাল জাম,

সকলি ডালে মূলে
ফেলিছে ভাঙ্গি চুরি!
ছ'হাতে টেনে ছিঁড়ে,"
পল্লব তরুশিরে,
বাছে না লতা পাতা,
বাছে না ফুল কুঁড়ি,
আঁধার শূন্য মাঠ,
আঁধার পথ ঘাট,
পড়েছে জামরুল
তলাতে ঝুরি ঝুরি!
প্রলয় মেলে পাখা,
গভীর কালী মাখা,
গরজে নীলমেঘে,
আকাশে ঘুরি ঘুরি,
অথবা দৈত্যগণ,
করিয়ে প্রাণপণ,
করেছে অবরোধ
সোণার সুরপুরী!
তাই সে দেবপুরে,
তাই সে দেবাসুরে,
সুধার লাগি যেন
করিছে হুড়াহুড়ি,
চপলা সুরবালা,
লইয়ে জয়মালা,

ভীষণ রণ মাঝে
খেলিছে লুকোচুরি!
বসিয়ে 'ওশোরায়',
আঁধার দেখে তায়,
জৈমিনি বলে ডাকে
সভয়ে বুড়াবুড়ী,
মেয়েরা দলে দলে,
ছুটেছে আমতলে
লইয়া সাজি ডালা—
কি শোভা কি মাধুরী!
কেতন ফুল-রথে,
আঁচল উড়ে পথে,
ঠমকে আগে আগে
দৌড়িছে এক ছুঁড়ী,
ত্রিদিব জয় করা
গৌরব বুক ভরা,
পূরেনি এখনও
উনিশ কিবা কুড়ি!
কি জানি কাথে কাথে,
গোপনে চেপে রাখে,
হাসিয়া লুট্‌পাট্‌
দিলে যে গুঁড়গুঁড়ি,
বাহিরে না না, না না,
ভিতরে ষোল আনা,

বাজে সে তানা, নানা,
মধুর তানপুরী!
আরেক 'ওশোরায়'
বসিয়ে মোহ যায়,
দেখিয়ে বুড়ো পতি
সে রূপ সে মাধুরী,
তুফানে লজ্জা লাজ
উড়িয়া গেছে আজ,
লেগেছে সুষমার
পূর্ণিমা পূরাপূরি!
শিরার মরা গাঙ্গে,
জোয়ারে পার ভাঙ্গে,
যৌবন দিতে চাহে
ফিরিয়ে হামাগুড়ি,
জরার পদতলে,
ঠেলিয়া নব-বলে,
উঠিতে চাহে তার
বাসনা-গয়াসুরী!
নিশীথ চিতাভূমে,
আনন্দ ছিল ঘুমে,
জাগিয়া সেও দিছে
হৃদয়ে মোড়ামুড়ি,
বাহিরে ভাঙ্গা সব,
ভিতরে অভিনব,

কেমন মধুময়
প্রেমের সে চাতুরী !
ছিঁড়িয়ে পড়ে বোঁটা,
মুকুতা ফোটা ফোটা,
কেমন সাদা সাদা
মেঘের শিল মুড়ি,
দেবতা করে পূজা,
যেন সে শ্বেতভুজা,
মাখিয়ে পারিজাতে
কুঙ্কুম ও কস্তুরী !
লইয়ে কাথে ডালা,
হেলিয়ে আসে বালা,
যেন সে ফুলধনু
মদন আসে যুড়ি,
চাহিল, চাহিলাম,
হাসিল, হাসিলাম,
ফেলিয়ে গেল আম,
পরাণ করি চুরি !
আকুল লাজে হায়,
দুকুল নাহি পায়,
কেমন মনোহর
সে মোচড়ামুচড়ি,
চাকিতে এক পাশ,
আরেক পরকাশ,

ব্যাকুল-মেঘবাস-
ভূধরে কি মাধুরী !
থামিল জল ঝড়,
প্রশান্ত চরাচর,
অশান্ত আমি শুধু
আজিও জ্বলি পুড়ি,
দেখিনে তারে আর,
সরলা সে আমার,
বছর হ'ল গত,
ধিক্ ধিক্ চাকুরী !

২৫শে চৈত্র—১৩০১ সন।
মধুপুর, E. I. R.

পরনারী।

১

আজ, সে যে পরনারী !
কেন তবে বল চাঁদ, দেখাও সে মুখ ছাঁদ,
সে নবলাবণ্য-আভা—সুষমা তাহারি ?
কেন নিতি নিতি আসি, দেখাও তাহার হাসি,
হৃদয়-সমুদ্র সে কি সামালিতে পারি ?
সে যে পরনারী !

২

সে যে পরনারী !
তোমরা কুসুমগণ, কেন সাধ অকারণ,
মধুর অধর-সুধা লইয়া তাহারি ?

কেন হে গোলাপ লাল, পেতে দেও তারি গাল,
'আমি কি তাহারে আর চুমো খেতে পারি ?
সে যে পরনারী !

৩

সে যে পরনারী !
তারি আলিঙ্গন দিয়া, ধরিও না জড়াইয়া,
যদিও—যদিও 'কুসু' আছিল আমারি,
ছুঁয়োনা লতিকা কেহ, আমার এ পাপ-দেহ,
জনমের মত আজ দোঁহে ছাড়াছাড়ি !
সে যে পরনারী !

৪

সে যে পরনারী !
তোমরা জলদ কুল, রাখিও না তার চুল,
ও নবীন-নীলিমায় গগনে বিথারি,
নিরালা একেলা পেয়ে, চুপে চুপে পাছে যেয়ে,
আর কি সে ঝিঙ্গাফুল গুঁজে দিতে পারি ?
সে যে পরনারী !

৫

সে যে পরনারী !
তাহার ললিত গানে, আধা সাধা আধা মানে,
বরষিয়া স্বর-সুধা মুনিমনোহারী,
নিশীথে কোকিলগণ, কেন কর সম্ভাষণ ?
কাণাকাণি করিবে যে লোক—পাপাচারী !
সে যে পরনারী !

৬

সে যে পরনারী!
কেন গো চপলা তার, চপল আঁখির ঠার,
হানিতেছ বার বার দিক্‌দাহকারী?
জ্বলিছে পুড়িছে মন, কেন কর জ্বালাতন?
আর ত তাহার পানে চাহিতে না পারি,
সে যে পরনারী!

৭

সে যে পরনারী!
তাহারি সুরভি শ্বাস, মলয়ায় কর বাস,
তুমি কিহে সমীরণ ফুলবনচারী?
ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা তবে, ছুঁইলে যে পাপ হবে,
আর কি তাহার হাওয়া পরশিতে পারি?
সে যে পরনারী!

৮

সে যে পরনারী!
মধুময় পুষ্পদোল, তাহারি পুষ্পিত কোল,
জগীর কুসুমে ফোটা যৌবন তাহারি,
বসন্ত কি মধু মাসে, আমারেই দিতে আসে?
সে অঙ্কে কলঙ্ক ভরা আজি দু'জনারি!
সে যে পরনারী

৯

সে যে পরনারী!
তোমরা কি হে নক্ষত্র, জ্যোতির্ম্ময় প্রেমপত্র,
অন্ধকারে সন্ধ্যাদূতী দিয়ে গেছে তারি?

আর সে প্রণয়-কথা, সে আদর সে মমতা,
চুপে চুপে চুরি ক'রে পড়িতে না পারি,
সে যে পরনারী!

১০

সে যে পরনারী!
কেন সে আমার তরে, সারানিশি কেঁদে মরে?
সজল সরোজ-আঁখি উষা বলে তারি!
দেখিয়া যন্ত্রণা সার, দুর্ভাগা আমি কি আর,
চুমিয়া ও চারু-চখ মোছাইতে পারি?
সে যে পরনারী!

১১

সে যে পরনারী!
প্রাণভরা প্রিয়ধন, বুকভরা আভরণ,
যদিও সে একদিন আছিল আমারি,
তবুও হয়েছে পর, শতজন্ম অগোচর,
দু'জনার নামে আজ কলঙ্ক দোঁহারি!
সে যে পরনারী!

১২

সে যে পরনারী!
যত কিছু উপহার, সব অপবিত্র তার,
মিলনের স্বর্গ সেও নরক আমারি!
কেবল পবিত্রতম, তার সে বিরহ মম,

যজ্ঞীয় অনল সম প্রাণদাহকারী!
পুড়িয়া হইতে ছাই, আদরে নিয়েছি তাই,
হেন প্রেম-উপহার ভুলিতে কি পারি?
কহিও সে 'কুসুমেরে' সে যে পরনারী!

১২ই চৈত্র—১২৯৭ সন।
শেরপুর, ময়মনসিংহ।

কবি-বৈজ্ঞানিক।

ক্ষিতি অপ্ তেজ বায়ু ব্যোমের অধিক,
না জানিত পূর্ব্বতন আর্য্য-বৈজ্ঞানিক।
কিন্তু এবে উহা ছাড়া নব উপাদান,
অনেক চেষ্টাব পবে হয়েছে সন্ধান।
কামিনীর কমনীয় মুখ মনোহর,
সুপবিত্র শান্তি শোভা লাবণ্য সুন্দর,
পার্থিব পদার্থ দিয়া কভু কদাচিত,
অতুল এ রূপ রাশি হয় নি সৃজিত!
পুষ্পবাস শশীসুধা—শারদ জ্যোৎস্নায়,
খুঁজে ও মোহিনী শক্তি নাহি পাওয়া যায়
ভিন্ন উপাদানে উহা হয়েছে নির্ম্মাণ,
দেখিতেই উছলিয়া উঠে মনপ্রাণ!
অদ্ভুত এ ভূত যাহা স্ত্রীমুখে অধিক,
আবিষ্কার করেছেন কবি-বৈজ্ঞানিক।

৮ই শ্রাবণ—১২৯০ সন।
কলিকাতা।

কে বেশি সুন্দর ?

১

কে বেশি সুন্দর ?
বালিকা যুবতী—দুই, কারে দেখি কারে থুই,
আমার নিকটে লাগে দু'ই মনোহর !
লাবণ্যে সৌন্দর্য্যে দোহে, প্রাণ মোহে—মন মোহে,
'বাঁশবনে ডোম কাণা' তেমনি ফাঁফর !
কারে বেশি ভালবাসি, কে বেশি সুন্দর ?

২

কে বেশি সুন্দর ?
যুবতীর ভরা গায়, লাবণ্য উছলে যায়,
নয়নে নলিন নীল, মুখে শশধর !
বালিকা তারকা হাসে, নিষ্কলঙ্ক নীলাকাশে,
সদা শুক্লপক্ষপূর্ণ ক্ষুদ্র কলেবর !
কারে রাখি কারে দেখি, কে বেশি সুন্দর ?

৩

কে বেশি সুন্দর ?
শতমুখে ভালবাসে, তরঙ্গে মাতঙ্গ ভাসে,
যুবতী পদ্মার মত বহে খরতর !
ফুলবনে করে খেলা, প্রদোষ প্রভাত বেলা,
অনাবিল প্রেমধারা বালিকা নির্ঝর !
কারে থুয়ে কারে দেখি, কে বেশি সুন্দর ?

৪

কে বেশি সুন্দর ?
প্রভাতের শতদলে, পরিপূর্ণ পরিমলে,

যুবতী সহস্রকরে ফোটে মনোহর!
শিশিরের শেফালিকা, নিশি-শেষে সে বালিকা,
খসে পড়ে ছোঁয় পাছে একটী ভ্রমর!
কারে থুয়ে কারে দেখি, কে বেশি সুন্দর?

৫

কে বেশি সুন্দর?
যুবতী বিজলী বালা, ত্রিভুবন করে আলা,
সগর্ব্ব চরণাঘাতে ভাঙ্গে ধরাধর!
বালিকা জোনাকী হাসে, স্নেহের কিরণে ভাসে,
শিখেনি অশনি-লীলা আঁখি ইন্দীবর!
কারে বেশি ভালবাসি, কে বেশি সুন্দর?

৬

কে বেশি সুন্দর?
পদ্মবন পায় ঠেলি, রাজহংসী করে কেলি,
যুবতীর ঢেউয়ে কাঁপে মানসের সর।
লাজুক বালিকা টুনী, চুরি করে গান শুনি
ত্রিদিবের এক ফোটা দ্রব-সুধাকর!
কারে বেশি ভালবাসি, কে বেশি সুন্দর?

৭

কে বেশি সুন্দর?
আরক্ত সন্ধ্যার রবি, যুবতীর মুখ-ছবি,
অভিমানে হয় ম্লান বিষাদে কাতর,
বালিকা উষার মত, ফোটে যত শোভা-তত,
রাঙ্গা মুখে দেখা যায় ভাঙ্গা ভাঙ্গা ডর!
কারে বেশি ভালবাসি, কে বেশি সুন্দর?

৮

কে বেশি সুন্দর ?
রাহু যেন উর্দ্ধশ্বাসে, দু'বাহু তুলিয়া আসে,
রমণী তেমনি আসে বুকের উপর !
দূরে যদি শব্দ শোনে, বালিকা লুকায় কোণে,
খনির মণির মত ম্লান মনোহর !
কারে বেশি ভালবাসি, কে বেশি সুন্দর ?

৯

কে বেশি সুন্দর ?
চুমার রাক্ষসী নারী, শতজন্ম অনাহারী,
দিনে রেতে খেয়ে চুমা ভরেনা উদর !
বালিকা অত না বোঝে, চুমা খেতে চখ বোজে,
ছুঁইতে শিহরি উঠে কদম্ব-কেশর !
কারে বেশি ভালবাসি, কে বেশি সুন্দর ?

১০

কে বেশি সুন্দর ?
যুবতী আসিতে ঘরে, গৃহ কাঁপে পদভরে,
বিজয়ী বীরের মত নির্ভয় অন্তর !
বালিকা বলেনা কথা, কোলের বালিস যথা,
পিছ দিয়ে ফিরে থাকে লাজে জড়সড় !
কারে বেশি ভালবাসি, কে বেশি সুন্দর ?

২৬শে চৈত্র—১২৯৮ সন।
শেরপুর, ময়মনসিংহ।

বিধাতার অনুগ্রহ।

কেন মূর্খ হায় হায়, বৃথা নিন্দ বিধাতায়,
কমল গোলাপ গায় কাঁটা দিছে বলিয়া ?
লইয়া কুসুম-শোভা, জগজন মনোলোভা,
ছ'মাসে বসন্ত কাল যায় যাক্ চলিয়া !
প্রকৃতির শ্যামবুকে, কোমল কুসুমমুখে,
নিদাঘে অনল রবি দিছে দি'ক্ জ্বালিয়া,
শরতের সুধাকরে, শীত-শুভ্র কলেবরে,
দিয়েছে কলঙ্ক-কালী, আরো দি'ক্ ঢালিয়া !
বলনা কি ক্ষতি তায়, ও তে বা কি আসে যায়,
কেন নিন্দ বিধাতায় ছল ছুতা ধরিয়া ?
দেও ধন্যবাদ সুখে, নারীর কমলমুখে,
দেয়নি যে দাড়িগোঁফ অনুগ্রহ করিয়া !

১২৮৮ ও ১২৮৯ সন।

ময়মনসিংহ।

আমারি কি দোষ ?

১

আমি যে বেসেছি ভাল, আমারি কি দোষ ?
তুমি যে দিয়েছ দেখা,
দাঁড়াইয়া একা একা,

হৃদয়ে ঢালিয়া দিয়া সহস্র সন্তোষ ?

তুমি যে রয়েছ চেয়ে,

নিরালা একেলা পেয়ে,

ফুটিয়া পদ্মের মত প্রভাত-প্রদোষ ?

আমারি কি দোষ খালি ?

মিছে দেও গালাগালি,

ঠাকুরাণি, ঠেকাইয়া বৃথা কর রোষ !

আমি যে বেসেছি ভাল, আমারি কি দোষ ?

২

আমি যে বেসেছি ভাল, আমারি কি দোষ ?

তুমি যে এলায়ে চুল,

হেলাইয়া বকফুল,

দাঁড়ালে নিকটে আসি—বিভল বেহোস্—

আদরে লইলে আনি,

হাতে টেনে হাত খানি,

বল না কেমনে জানি, শেষে আপ্‌শোষ ?

আমি যে বেসেছি ভাল, আমারি কি দোষ ?

৩

আমি যে বেসেছি ভাল, আমারি কি দোষ ?

তুমি যে লিখিলে ছাই,

সে কি আর মনে নাই ?

তোমারি তোমারি আমি—কথা দেল্‌খোস !

সে ত গো ফেলিনি ছিঁড়ে,

তোমারে দিয়েছি ফিরে,

এখনো পরাণে বাজে নীরব-নির্ঘোষ!
আমি যে বেসেছি ভাল, আমারি কি দোষ?

৪

আমি যে বেসেছি ভাল, আমারি কি দোষ?
তুমি যে চুমিলে ঠোঁটে,
আজো শিরা বেয়ে ওঠে,
আজিও তেমনি প্রাণ করে পরিতোষ।
তুমি যে দিয়েছ স্পর্শ,
শত সুখ শত হর্ষ,
আজিও উছলে তাহা উঠে হৃদ্‌কোষ।
আমি যে বেসেছি ভাল, আমারি কি দোষ?

৫

আমি যে বেসেছি ভাল, আমারি কি দোষ?
তুমি যা করেছ—পুণ্য,
সব গুলি দোষ শূন্য,
আমার সকলি পাপ,—এত কি আক্রোশ?
আগে ত বলনি পাপ,
আজ কর অভিশাপ,
দংশিয়া ফণীর মত শেষে ফোঁস ফোঁস।
আমি যে বেসেছি ভাল, আমারি কি দোষ?

৬

আমি যে বেসেছি ভাল, আমারি কি দোষ?
এ বুদ্ধি কোথায় থুয়ে,
চুমা খে'লে বুকে শুয়ে?

এখন বিবাদ বটে, তখন আপোষ !
রমণীর মত আর,
দেখি নাই জানোয়ার,
কৃতঘ্ন বিশ্বাসঘাতী—নাহি মানে পোষ !
আমি যে বেসেছি ভাল, আমারি কি দোষ ?

৭

আমি যে বেসেছি ভাল, আমারি কি দোষ ?
আমি ত বাসিতে পারি,
তুমি যে—তুমি যে নারী,
তুমিই কি এত দিন আছিলে উপোস ?
আজি বা হয়েছ পর,
শতমৃত্যু-দূরতর,
গেছে সে উৎকণ্ঠা নয় গেছে কণ্ঠশোষ !
আমি যে বেসেছি ভাল, আমারি কি দোষ ?

৮

আমি যে বেসেছি ভাল, আমারি কি দোষ ?
তুমি যে রয়েছ চেয়ে,
নিরালা একেলা পেয়ে,
অমন আঁখির ঠারে কার থাকে হোস্ ?
অমন চাঁদের হাসি,
অধরে অমৃত রাশি,
কে না বল বাসে ভাল, কে না পরিতোষ ?
গোলাপী দুইটী গালে,
কে না ভোলে ? লালে লালে

একত্র শোভিছে যেন প্রভাতপ্রদোষ!
আমারি কি দোষ খালি?
মিছে দেও গালাগালি,
ঠাকুরাণি, ঠেকাইয়া বৃথা কর রোষ!
আমি যে বেসেছি ভাল, আমারি কি দোষ?

২রা জ্যৈষ্ঠ—১২৯৭ সন।
জয়দেবপুর, ঢাকা।

আমারি যে দোষ। *

১

আমারি যে দোষ, ভালবেসেছি তাহায়!
সে যে কুরুচির হাঁড়ী,
বাঙ্গালী কুলের নারী,
নিরালা একা না পেলে ফিরে নাহি চায়!
নয়নে নয়নে কথা,
সে বোঝে না অশ্লীলতা,
বাঙ্গালীর বোকা বউ—বুঝান কি যায়?
আমারি যে দোষ, ভালবেসেছি তাহায়!

২

আমারি যে দোষ, ভালবেসেছি তাহায়!
সে যে পড়ে শাড়ী-ধুতি,
ফুটিয়া বেরোয় জ্যোতি,

* 'আমারি কি দোষ?' কবিতাটী পড়িয়া কেহ কেহ 'আমারি যে দো
বুঝিয়াছেন, তাহাই ইহাতে লিখিত হইয়াছে।

এলোমেলো চুল তার বাতাসে উড়ায়!
পাণ খায়—রাঙ্গা ঠোঁটে,
মুখ-ভ'রে রক্ত ওঠে,
ঘাড় ভেঙ্গে খায় ভয়ে সুরুচি পলায়!
আমারি যে দোষ, ভালবেসেছি তাহায়!

৩

আমারি যে দোষ, ভালবেসেছি তাহায়!
শোনে না অপরে যথা,
কোণে কাণে কয় কথা,
সে বোঝেনা অশ্লীলতা আছে ইশারায়!
ঘোমটার তলে হাসি,
চুরি করা জ্যোৎস্না রাশি,
অপবিত্র এর সম নাহি এ ধরায়,
আমারি যে দোষ, ভালবেসেছি তাহায়!

৪

আমারি যে দোষ, ভালবেসেছি তাহায়!
মনে মনে ভালবাসে,
লুকায়ে নিকটে আসে,
চুপে চুপে কাঁদে হাসে, পাছে শোনা যায়!
আদরে ধরিয়া গলা,
থাক্ দু'টো কথা বলা,
চুম্বনে সুরুচি তার চূর্ণ হয়ে যায়!
বোঝে না যে হতভাগী এত বড় দায়!

৫

আমারি যে দোষ, ভালবেসেছি তাহায়!
দিনে নাহি দেখি ঘরে,
রেতে আসে দু'পহরে,
সে বেরুলে তারি শোভা ঊষা পরে গায়।
সে কালে বিদায় দিতে,
একটুকু বুকে নিতে,
শীলতা পড়িয়া সেই চাপে মারা যায়!
বোঝে না যে হতভাগী এত বড় দায়!

৬

আমারি যে দোষ, ভালবেসেছি তাহায়।
ঘোমটা লজ্জার লেপ,
খুলে সে যা পরে 'কেপ্'
করুণ আঁখিতে সে যে অরুণ ভুলায়!
কচি খুকী—কাঁচা হেম,
সংকোচে রাখে সে প্রেম,
বডিভরা ভালবাসা লেডী সে না হায়!
আমারি যে দোষ, ভালবেসেছি তাহায়!

৭

আমারি যে দোষ, ভালবেসেছি তাহায়!
সে আননে—সে কুসুমে,
কাম জাগা—রতি ঘুমে,
ছি ছি ছি! তারে কি আর চখে দেখা যায়?

সে পরে না 'ব্লুম্-রোজ্'
রাখে না রুচির খোঁজ,
বদনে মদন-ভস্ম পাউডার শোভায়,
সে করে না কামজয় দিগ্বিজয় হায়!

আমারি যে দোষ, ভালবেসেছি তাহায়!
সে জানে না ভ্রাতৃভাব,
সে জানে না 'ফিরি লাভ্'
পরপুরুষের ছায়া দেখে ভয় পায়!
যায় না বাগানপার্টি,
ভেরি আগ্লি—ভেরি ডার্টি,
ইয়ারের ডিয়ারের চীয়ারে ডরায়!
কোণে ব'সে ভালবাসে, শীলতা কোথায়?

আমারি যে দোষ, ভালবেসেছি তাহায়!
জোরে সে জানে না কথা,
লাজে গলে ননী যথা,
সার্ম্মণ লেক্‌চার দিতে পারে না সভায়!
সে জানে না সাম্যনীতি,
প্রেমে ধর্ম্মে মাখা গীতি;
ধর্ম্মে 'এক' প্রণয়েতে 'অনন্ত' যথায়,
দীপ্ত যথা গ্যাসালোকে,
পাপ অনুতাপ শোকে,

পবিত্র প্রণয়ী যথা শত চখে চায়,
গেলনা সে হতভাগী সমাজে তথায়!
নিরাকার নাহি বুঝে,
ইতর 'ক্ষেতর' পূজে,
উপবাসে পিপাসায সারাদিন যায়!
একটু মাখন রুটি,
চা কি কফি—ডিম দু'টী,
অভাগিনী একটু না ব্রেক্‌ফাষ্ট্‌ খায!
কি মজা সমাজে গেলে বুঝিল না হায়!
সে ত অতি দূরে দূরে,
স্বপনের মত ঘুরে,
নিজের চরণ-শব্দে নিজেই ডরায!
অতি আস্তে চুপে চুপে,
যদি আসে কোন রূপে,
চুরি করে শুধু সে যে চুমো খেতে চায়।
বোঝেনা যে হতভাগী, এত বড দায়।

১০

আমারি যে দোষ, ভালবেসেছি তাহায়।
সে করেনি বি, এ, পাশ,
বেথুন-কেতনে বাস,
করেছে বাসর-বাস বিয়ে ফাঁসে হায়!
সে জানে না ক্লিওপেট্রা,
মেরীরাণী এট্ সেট্রা,
পবিত্র প্রণয় তবে শিখিবে কোথায়?

সে লেখে 'তোমারি আমি,
প্রাণময় প্রিয় স্বামি!'
বাদ বান নাহি থেলে তার কবিতায়!
দেয় নি সে কোর্টশিপে,
বেছে নিতে টিপে টিপে
টাটও যৌবন—ভরা জ্যাকেটে জামায়।
সে বলে না সাদাসিদে,
মুখে লাজ পেটে খিদে,
দূরে দূরে চুরি ক'রে দেখিতে সে চায়।
আঁধারে জোনাকী কিরে,
মনোহর জ্বলে নিবে,
কনকের কণা যেন ক্ষণেকে হারায়,
বোঝেনা যে হতভাগী পাপ কত তায়।

১১

আমারি যে দোষ, ভালবেসেছি তাহায়।
কিনে দিনু উল সূতা,
না বুনিল মোজা যুতা,
কত করে ছল ছুতা কত কব তায়।
না পাইল পুরস্কার,
না করিল থিয়েটার,
না গেল সে একদিন অবলা-মেলায়।
এত উন্নতির দিনে,
নাহি দেখি তারে বিনে,
ফিটেনে চড়িয়া যে না ইডেনে বেড়ায়!

যত লেড়ী যত মিস্,
কার না রয়েছে কিস্—
মুখভ্রষ্ট—ফুলে ফুলে পাতায় পাতায়?
সে আছে আঁধার কোণে,
কারো কথা নাহি শোনে,
ভয়ে মরে রবি শশী দেখে পাছে তায়!
কে জানে কে কত কুড়ি,
সে করেছে চুমো চুরি,
দিন নাই রাত নাই—প্রদোষ উষায়!
আমারো কুরুচি বেশি,
তারি সনে মেশামেশি,
শুনিয়া সুরুচিদের সূচী বিঁধে গায়!
বোঝেনা যে হতভাগী এত বড় দায়!

১২

আমারি যে দোষ, ভালবেসেছি তাহায়!
এবে সে যে দেশে আছে,
কয়ে দিব কার কাছে,
থাকিলে সমাজ তথা সেথা যেন যায়!
এম্ এ, বি এ, পাশ হবে,
বিশেও আবিয়ে রবে,
* * * মিথুন-মেলা—কোর্টশিপ তায়!
স্বর্গ-মন্দাকিনী পাশে,
চৌরঙ্গীর শ্যাম ঘাসে,
আনন্দে নন্দনে যেন বেড়িয়া বেড়ায়!

মেনকার নাচঘরে,
থিয়েটার যেন করে,
যৌবন-জুবিলি দেয় দেবের সভায় !
আর যেন দেবপুরী,
করে না সে চুমো চুরি,
কুরুচি ভাসিয়া যেন আসে না পদ্মায় !
যেন অশ্লীলতা দোষে,
আর নিন্দা নাহি ঘোষে,
ঠাকুরাণী না ঠেকায় ফিরে পুনরায় !
কয়ে দিব দেবদেশে যদি কেহ যায় !

৩০শে শ্রাবণ—১২৯৭ সন।
জয়দেবপুর, ঢাকা।

বেশি পুণ্য কার ?

চরণে নূপুর, মল, পাঁদপদ্ম—সুবিমল,
নিতম্ব-বিলম্বী হৈম চারু চন্দ্রহার,
কটিতে কিঙ্কিণী সাজে, রুণু রুণু রুণু বাজে,
কে জানে ও হাসি কিম্বা রোদন তাহার !
শ্রবণে কুণ্ডল, দুল, নাসায় নোলক, ফুল,
সীমন্তের সিঁথী যেন গাঁথা তারকার,
হাতে চুরি, বাজু, বালা, হৃদয়ে মুকুতা মালা,
কমলে শোভিছে যেন নিশির নীহার !
বেড়িয়া জলদ চুল, শোভে প্রজাপতি ফুল,

যুবতীর অষ্ট অঙ্গে অষ্ট অলঙ্কার,
নীলাম্বরে প্রশ্ন করে 'বেশি পুণ্য কার ?'

৫ই আষাঢ়—১২৯০ সন।
কলিকাতা।

নববর্ষ—১২৯১।

এস বর্ষ ! আশাপূর্ণ হৃদয়ে তোমায়
প্রীতিপূর্ণ প্রাণে করি শুভ আবাহন,
কাতরে কাকুতি করি, করুণা কৃপায়
প্রাণের একটী আশা করিও পূরণ !

২

চাহিনা বিলাস-ভোগ নিকটে তোমার,
নাহি চাহি সুখশান্তি কিংবা রাজ্যধন,
দুর্ভিক্ষে ভারতবাসী করি হাহাকার,
ক্ষুব্ধ নহি শত শত ত্যজিলে জীবন !

৩

ক্ষুব্ধ নহি সূর্য্যবংশ গেছে অস্তাচলে,
চন্দ্রবংশ হইয়াছে রাহু কবলিত,
সরযূ যমুনা দোঁহে সুপবিত্র জলে,
ভালই করেছে পাপ করি প্রক্ষালিত !

৪

কে চাহে সে গত পাপ ফিরে পুনর্ব্বার,
কে আছে ভারতে আজি নির্ব্বোধ এমন ?

যে অসাম্য সে অশান্তি—শেষ যাহা আর-
গেলে বাঁচি ভারতের যত রাজগণ!

৫

সমগ্র ভারতে সাম্য করুক বিরাজ,
না থাকুক পরস্পরে উচ্চনীচ ভেদ,
নয়ন সফল হয় দেখি যদি আজ,
না আছে ভারতবর্ষে জাতীয় বিচ্ছেদ!

৬

বিন্ধ্যাচল হিমাচল হোক সমভূমি,
মিশুক ধূলির সনে কিরীট কাঞ্চন;
সে বৈষম্য দূর করি পার যদি তুমি,
দেখাইও সাম্যভাব পবিত্র কেমন!

৭

এক স্বার্থে পরস্পর না হ'লে জড়িত,
এক দুঃখে না করিলে ব্যথা অনুভব,
এক কার্য্যে না হইলে চিত্ত উৎসাহিত,
অমর-অদৃষ্টে ঘটে অনন্ত রৌরব!

৮

মূর্খ সেই যেই করে বৃথা পরিতাপ,
ভারতীয় ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যের পতনে,
অত্যাচার অবিচার—প্রজার বিলাপ
শোনেনি বধির—অন্ধ দেখেনি নয়নে!

৯

কিন্তু দূরদর্শী দূরে দেখে ভবিষ্যৎ
এ পতনে কি উত্থান বিরাট বিশাল,

অনিবার্য্য অভিলাষ পবিত্র মহৎ
কি যে সে জাতীয় শক্তি সঞ্চারিছে কাল!

১০

ক্ষুব্ধ নহি—
না পেয়েছি যদ্যপিও স্বতন্ত্র-শাসন,
হইয়াছে শ্বেতকৃষ্ণে সহস্র প্রভেদ,
সহিছে ভারতবাসী শত উৎপীড়ন
তথাপি মুহূর্ত্ত মাত্র নাহি করি খেদ!
এই কষ্ট, এই লজ্জা, এই উৎপীড়ন,
করিছে ভারতবর্ষে সাম্য আনয়ন!

১১

দেও বর্ষ ভক্তি শিক্ষা জন্মভূমি প্রতি,
ভ্রাতৃভাবে সকলেরে কর সম্মিলিত,
দ্বেষ হিংসা পরস্পব ঈর্ষা পাপমতি,
মনের মালিন্য যত কব প্রক্ষালিত!

১২

এই ভিক্ষা, এই আশা, এই আকিঞ্চন—
এই সাম্য চাহি বর্ষ নিকটে তোমার,
নরকের রাজ শব্দ করি প্রক্ষালন,
পতিত ভারতবর্ষ কর হে উদ্ধার!

২৯শে চৈত্র—১২৯০ সন।
ময়মনসিংহ।

আকাশের খুকী।

আকাশের খুকী,
এ মেঘের কোল থেকে, ও মেঘের কোলে যায়,
লাফাইয়া ঝাঁপাইয়া হইয়ে কৌতুকী,
কোলে কোলে করে খেলা, শাওণে সায়াহ্ন-বেলা,
এই দেখি এই নাই এই মারে উকি !
হাসিয়া ভৈরব রবে, বাখানে জলদ সবে,
করতালি শুনে উঠে ধরণী চমকি,
আমি ও চপলা মেয়ে, বড় সাধে দেখি চেয়ে,
জলদের 'বাহুবায়' আমি বড় সুখী !
আমারো পরাণ নাচে, যাইতে ওদের কাছে,
আমারো অমনি ছিল মেয়ে সোণামুখী,
আমি বড় ভালবাসি আকাশের খুকী !

আশ্বিন, ১৩০০ সন।
কলিকাতা।

মণিকুন্তলা।

মৃত্যু—রাত্রি প্রায় ৩॥ ঘটিকা, ১৪ই কার্ত্তিক, ১৩০০ সন।
২১০।৪ নং কর্ণওয়ালিসষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১

সারদা ! নেও কোলে,
এই যে যেতেছে মেয়ে, তোমার নিকটে ধেয়ে,
এখানে কিছুতে ও যে রহিলনা আর,
পৃথিবীর ধুলা খেলা, দিয়েছিনু সারা বেলা,

ভুলিলনা ক্ষুদ্র মন, ক্ষুদ্র বালিকার!
আদর যতন কত, করিয়াছি অবিরত,
ও যেন ভেবেছে উহা কত বোঝা ভার,
রাখিয়াছি কোলে কাখে, কারো কোলে নাহি থাকে,
কেবল আকুল কোলে যাইতে তোমার,
এখানে কিছুতে ও যে রহিল না আর!

২

এখানে কিছুতে ও যে রহিলনা আর!
জ্বলে মরে পিপাসায়, তথাপি কিছু না খায়,
পৃথিবীর কিছু ভাল লাগেনা উহার!
কেবল 'আথট্' শুধু, খাইবে তোমার 'দুদু'
সারদা! এত কি মেয়ে চাতকী তোমার?
কত আছে ছেলে পিলে, ভোলে তারা যা তা দিলে,
একটী পেয়ারা পেলে আনন্দ অপার,
সুরসাল নানা ফল, পবিত্র গঙ্গার জল,
কিছুতে ভোলেনি মন মণিকুন্তলার!
এমন দারুণ মেয়ে দেখি নাই আর!

৩

এমন দারুণ মেয়ে কোথা আছে কার?
সরল চাঁদের হাসি, তরল জোসনা রাশি,
দেখিলে ভোলেনা আহা প্রাণমন যার?
সুনীল সায়াহ্নকালে, আকাশের নীল চালে,
ফুটিলে ঝিঙ্গার ফুল নব তারকার,
কোথায় এমন মেয়ে, আনন্দে দেখেনা চেয়ে,

দেখিয়ে ভোলেনা আহা প্রাণমন যার ?
এমন দারুণ মেয়ে কোথা আছে কার ?

৪

এমন দারুণ মেয়ে দেখি নাই আর,
ঊষার সিঁদুর ডিবা, প্রভাতে খুলিতে কিবা,
ছড়িয়ে পড়িয়ে গেলে সিঁদুর তাহার,
দিক্‌বালা হেসে উঠে, হেসে কুবলয় ফুটে,
বদনে ফুটে না হাসি কোন্ বালিকার ?
দিয়েছি মাথার কিরা, তথাপি চাহেনি ফিরা
এমন দারুণ মেয়ে সারদা তোমার !
এ দেশে কিছুতে ও যে রহিলনা আর !

৫

কে জানে কেমন মেয়ে সারদা তোমার,
বসন্তের ফুলবন, দেখিয়া ভোলেনি মন,
এমন মোহন রূপ কোথা আছে আর ?
অধরে আতর হাসি, অন্তরে অমিয় রাশি,
লাবণ্যে ভুবন ভাসে ফুল্ল-বালিকার,
বনের পতঙ্গ পোকা, নিরেট নির্ব্বোধ বোকা,
তারাও বাসিয়া ভাল চুমো খায় তার,
তারাও দেখিয়া হায়, শতমুখে গুণ গায়,
সুবর্ণ-সোহাগে সন্ধ্যা তোষে অনিবার,
কেবল ভোলেনা মেয়ে সারদা তোমার !

৬

এমন দারুণ মেয়ে দেখি নাই আর,
শীতল মলয়ানিলে, গায়ে হাত বুলাইলে,

পুলকে শিহরে নাক্কি তনুমন কার ?
শ্যামা পাপিয়ার ডাকে, কার না থমকি থাকে,
ধমনীর আধাঁ পথে রুধিরের ধারা?
কার না আথির হায়, নিমেষ ভুলিয়া যায়,
জ্বলন্ত জোনাকী দেখে অনন্ত বাহার ?
এর চেয়ে কি খেলানা কোথা পাব আর ?

৭

এর চেয়ে কি খেলানা কোথা আছে আর ?
নিদাঁঘের খর রবি, বরষার জল ছবি—
নীল নীরদের বুকে তড়িতের হার !
শরদে গরদ পরা, মনোহরা বসুন্ধরা—
কাশ কুসুমের বনে—কাণে কর্ণিকার !
হেমন্ত রাজার মেয়ে, সুন্দরী সন্ধ্যার চেয়ে,
কোন্ পুতুলের গায় এত অলঙ্কার ?
শীতের হরিণ যূথ, প্রকৃতির প্রিয় সুত,
প্রভাতে শ্যামল ঘাসে মুকুতা তুষার,
এর চেয়ে কি খেলানা কোথা আছে আর ?

৮

কে জানে কেমন মেয়ে সারদা তোমার,
কিছুতে ভোলেনা মন, বৃথা যত্ন আকিঞ্চন,
একমাত্র তুমি আহা সব যেন তার !
একটু বোঝেনা হাবা, কত ভালবাসে বাবা,
কত ভালবাসে মামা মামী অনিবার,
কত ভালবাসে 'টুকী', ছোট বোন সোণামুখী,

কত ভালবাসে দাদা স্নেহের আধার,
কত ভালবাসে দীদী, যার ও নয়ননিধি,
যার ও প্রাণের প্রাণ জীবন যাহার!
কি বিস্ময়! ভয়ঙ্কর! সকলেরে ভাবে পর,
একেবারে লেশ নাই স্নেহমমতার,
মা-আদুরে হেন মেয়ে দেখি নাই আর!

৯

নেও কোলে নেও মেয়ে সারদা তোমার,
সৃষ্টির আদিম সাম্য, পবিত্র মুহূর্ত্ত ব্রাহ্ম,
অপবিত্র হয় নাই জাগরণে কার,
কু চিন্তার কু বাতাসে, পাপের প্রতপ্ত শ্বাসে,
জন্মেনি কলঙ্ক সেই শান্তি সুষমার!
উচ্ছিষ্ট করেনি কেহ, অভোগ্য এ কালদেহ,
শুভ্র শশধর ঢালে শুভ্র জ্যোতি তার!
গগন তারকাপূর্ণ, ঢালিছে কিরণ চূর্ণ,
রজনী খুলেছে তার নীল রত্নাগার!
অমলিন অনাঘ্রাত, স্বর্গীয় শিশিরে স্নাত,
বহিছে মলয়ানিল সুরভি-সম্ভার!
শান্তিময় ঋষিভোগ্য, সুধাময় দেবযোগ্য,
পুণ্যময় মহাকাল মহা তপস্যার,
পূর্ব্বাচল কণ্ঠচ্ছেদি, ব্রহ্মরন্ধ্র নভ ভেদি,
ছুটিছে অরুণজ্যোতি মহা সহস্রার!
অব্যয় সচ্চিদানন্দ, অনন্ত অমৃতকন্দ,

স্বপ্রকাশ জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মলোকদ্বার!
তপস্বীর তপোরথে, জ্ঞানময় মহাপথে,
যায় ব্রহ্মময়ী মেয়ে সারদা তোমার!
লও সে স্নেহের বুকে, থাক্ মেয়ে চিরসুখে,
এ জীবনে তার তরে ভাবিবনা আর,
ছিন্নমুণ্ড ছিন্নবাহু, আমি চিরদগ্ধ রাহু,
একাকী ভ্রমিতে থাকি জগত সংসার!
নেও কোলে নেও মেয়ে সারদা তোমার!

১৭ই কার্ত্তিক—১৩০০ সন।
কলিকাতা।

জননী আমার।

[মণিকুন্তলার রচিত।]

মণির ৬। ৭ বৎসর বয়সের সময় মণির মা'র মৃত্যু হয়। শিশুশিক্ষা তৃতীয়-ভাগ এবং বোধোদয়ের কিয়দংশ পর্য্যন্ত মণি পড়িয়াছিল। এই কবিতাটী কোন্ সময়ে লিখিয়াছে জানি না, মণির মৃত্যুর পরে ইহা দেখিয়াছি। শুনিয়াছি, তাহার স্বামীর নিকটে তাহার রচিত আরো কবিতা আছে। মণি জীবিত থাকিতে, সে পদ্য লিখিতে পারে, জানিতাম না। যাহা হউক, এই কবিতাটী তাহার পদ্য লিখিবার স্মৃতিচিহ্নরূপে অবিকল উদ্ধৃত করিয়া রাখিলাম।

কোথা রহিলে গো জননী আমার
আমার দুঃখেতে দুঃখী কে হবে গো আর
স্নেহমাখা বোলে, কে করিবে কোলে।
এমন এ পৃথিবীতে কে আছে আমার।
কোথা রহিলে গো জননী আমার।

২

কোথা রহিলে গো জননী আমার
বিশাল ব্রহ্মাণ্ডে মাগো কে আছে আমার ?
আমি যদি মরি প্রাণে
কে কাঁদিবে আমার জন্য
স্নেহময়ী জননী ভিন্ন দেখি অন্ধকার।
কোথা রহিলে গো জননী আমার ॥

৩

কোথা রহিলে গো জননী আমার।
বড়ই পাষাণ মাগো হৃদয় তোমার।
আমাকে একাকি ফেলে।
মা তুমি কোথায় গেলে
একটু হলনা দয়া হৃদয়ে তোমার।
কোথায় রহিলে গো জননী আমার।

৪

কোথা রহিলে গো জননী আমার।
তুমি ভিন্ন এ সংসারে কে আছে আমার।
যে দিগে ফিরাই আখি
কেবলি নিষ্ঠুর দেখি।
আমার দুঃখেতে দয়া হয়না গো কার।
কোথা রহিলে গো জননী আমার।

৫

কোথা রহিলে গো জননী আমার।
আমার দুর্দ্দশা মাগো দেখো একবার।

দেখ একবার চেয়ে,
দেখ গো পাষাণি মেয়ে,
জ্বলিয়া পুড়িয়া হৃদয় হতেছে অঙ্গার।
কোথা রহিলে গো জননী আমার।

৬

কোথা রহিলে গো জননী আমার।
এ দুঃখিনী বলে মনে হয় নাকি আর ?
কেমনে রহিলে গিয়ে
পাষাণের মত হয়ে
তোমার স্নেহের মণি ভাসিছে অকূল পাথার
কোথা রহিলে গো জননী আমার।

৭

কোথা রহিলে গো জননী আমার।
গেলে কি জন্মের মত আসিবে না আর।
গেলে ফেলে দুঃখিনীরে
আর না আসিবে ফিরে
আর ত সহে না মা গো এ দুঃখ ভার।
কোথা রহিলে গো জননী আমার।

৮

কোথা রহিলে গো জননী আমার।
মাগো যদি না আসিবে আর।
এস তবে এস হেথা
কহি গো দুঃখের কথা
জনমের মত মাগো ডাকি একবার।
কোথা রহিলে গো জননী আমার।

অতুল। *

১

'যাব না মা যাব না'—
দশ বছরের আহা বালক অতুল,
মায়ের বুকের ধন মমতার ফুল,
কত পুণ্য কত ধর্ম্ম তপস্যার ফল,
বিধাতা দিয়েছে বর ভরিয়ে অঞ্চল!
চিরদুঃখ বৈধব্যের স্বর্গীয় সান্ত্বনা,
সশরীরে দৈববাণী ক্ষুদ্র এক কণা!
বুকেতে রাখিতে গেলে শ্বাসে গলে যায়
পিঠেতে রাখিতে লাগে দূরদেশ তায়!
স্বপনে হারায়ে যায়, জাগ্রতে সংশয়,
আপনারে অবিশ্বাস আপনারে ভয়!
এ হেন প্রাণের ধন—এ হেন অতুল,
সলিলে ভাসায়ে আঁখি নীল সুঁদি ফুল,
'যাবনা' বলিয়ে মা'র ধরিল আঁচল,
সাজিয়া মামারা ডাকে "চল ঢাকা চল,
ছুটি ফুরাইয়া গেছে, আজ যাওয়া চাই,
পরীক্ষায় ফেল্ হ'বি করিলে কামাই।"
শুনিয়া মায়ের হিয়া স্নেহ করুণায়,
গলিয়া নয়ন পথে বের হ'তে চায়!

* বিক্রমপুর—ব্রাহ্মণগ্রাম নিবাসী ৺ মহেন্দ্রচন্দ্র ঘোষের একমাত্র পুত্র। মৃত্যু—২০শে আশ্বিন, ১৩০০ সন।

২

ভাদর—তের শ সন—চারি দিকে জল,
বিশাল বরুণ-রাজ্য হাসিছে কেবল
বিরাট তরঙ্গ ভঙ্গে, শুভ্র ফেণময়
ফুৎকারে উড়িছে থু থু—ভীষণ—বিস্ময়!
নদীনদে শত জিহ্বা করিয়ে প্রসার,
গ্রাসিয়াছে সারা দেশ, চিহ্ন নাহি আর!
অনন্ত অতলস্পর্শ অগাধ গহ্বর,
ব্যাদিত কেবল এক মহা দামোদর!
তৃতীয় প্রহর গত শরতের বেলা,
কৃষ্ণকায় মহাসিংহ মেঘে করে খেলা!
রবির পরিধি লাল মাংসপিণ্ড প্রায়;
এ উহার মুখ থেকে কেড়ে নিয়ে খায়!
কি বিশাল লম্ফ ঝম্ফ বিশাল গর্জ্জন,
ত্রিকট ভ্রুকুটি ভঙ্গে করে আক্রমণ!
পড়ি তার প্রতিচ্ছায়া সলিল ধবলে,
জাগিয়াছে জলসিংহ পাতালের তলে!
এক খানি ছোট নাও বেয়ে যায় ধীরে,
আকুলা জননী দেখে দাঁড়াইয়া তীরে!
স্নেহময় সে চাহনি—সে বন্ধন হায়,
দাঁড়ের আঘাতে যেন ছিঁড়ে ছিঁড়ে যায়!
দুরাশা তথাপি তারে গাঁট দিয়া দিয়া,
যত বার ছিঁড়ে যায় যোড়া দেয় গিয়া!

মমতার পুরুভুজ সে কি কভু মরে ?
এক ভুজ কাটি যদি শত ভুজে ধরে !
ছৈয়ের ভিতর থেকে বালক অতুল,
কূল পানে চেয়ে চেয়ে নাহি দেখে কূল।
সলিলে হয়েছে অন্ধ নয়নের পথ,
তরাসে হয়েছে অন্ধ দূর ভবিষ্যৎ !
উপরে আকাশ অন্ধ, নীচে অন্ধ জল,
বুকের ভিতরে অন্ধ তমস কেবল !
এত অন্ধকারে ভয়ে বাড়াইলা হাত,
যোজন যোজন দূরে দু'জনে তফাৎ !
মায়ে পোয়ে হায় সেই শেষের বিদায়,
গোধূলীর কোল থেকে রবি অস্ত যায় !
চলে গেল রেলগাড়ী রেখে গেল ধূম,
মলিন করিয়া মার জাগরণ ঘুম !

৩

শরতের শুক্লা ষষ্ঠী—যামিনী সুন্দর
লইয়া পাথালি কোলে শিশু শশধর,
ছাড়িয়া সূতিকাগার—তমো সুগভীর,
গগন-অঙ্গনে যেন হয়েছে বাহির !
এসেছে পাড়ার মেয়ে তারা সমুদয়,
দেখিতে বিধুর মুখ সুধার নিলয় !
আনন্দ সলিলে ভাসে কুমুদ স্থিমল,
পুলকে পাগল যেন চকোরের দল,

উপবনে হাসে যত কুসুম বালিকা,
সুগন্ধা রজনীগন্ধা স্বর্ণ-শেফালিকা !
ব্যাপিয়া বিশাল বঙ্গ কেবল উল্লাস,
জননী স্নেহের আজ বিল্ব-অধিবাস !
বাজে শংখ বাজে ঘণ্টা বাজে ঢাক ঢোল,
পাড়া পাড়া বাড়ী বাড়ী মহা গণ্ডগোল ;
এসেছে প্রবাসী পিতা পতি পুত্র ভাই,
আনন্দ সাগরে যেন ভাসিছে সবাই !
নূতন বসন আর নূতন ভূষায়,
সুখের সজীব-বিম্ব শিশু শোভা পায় !
খেলিতেছে নব বেশে বালক বালিকা,
স্বস্তিক মঙ্গল মুখে পারিজাতে লিখা !
ব্যাপিয়া বিশাল বঙ্গ কেবল মিলন,
জননী স্নেহের আজ মহা উদ্বোধন !

৪

একখানি গ্রাম ভাসে জলময় মাঠে,
গঙ্গা মৃত্তিকার ফোটা সাগর ললাটে !
এক খানি বাড়ী তায় আঁধার কেবল
কলঙ্কী শশাঙ্ক তার পরিচয় স্থল !
জগত উজ্জ্বল যার রজত কিরণে,
সে নহে সমর্থ তার তমো নিবারণে !
জড়ের জীবন জাগে অমৃতে যাহার,
শত মৃত্যু ঢালে তাহে সুধাকর তার

কোমল শীতল আলো তারার হীরক,
অযুত অঙ্গার খণ্ড জ্বলে ধ্বক্ ধ্বক্!
জগত-জীবন স্নিগ্ধ শীত সমীরণ,
সেও যেন বহে বুকে বাষ্পীয় মরণ!
ডাকিছে নিশার কাক সেও অমঙ্গল,
উপরে আকাশ কাঁপে নীচে কাঁপে জল!
পেচক কর্কশ কণ্ঠে দেয় রূঢ় তালি,
একটী মায়ের বুক রহিয়াছে খালি!
দুই হাতে অভাগিনী টেনে ছিঁড়ে চুল,
চীৎকারে আকাশ ভাঙ্গে 'অতুল! অতুল!'

৫

অস্ত গেছে দশমীর দীপ্ত শশধর,
আচ্ছাদিয়া অন্ধকারে আকাশ গহ্বর
যেন কার ভবিষ্যের ভীষণ উদরে,
তারকার স্বপ্নগুলি হাবু ডুবু করে!
তৃতীয় প্রহর গত—নিখিল ভুবন,
একই শয্যায় শুয়ে ঘুমে অচেতন।
তরুলতা ঘুম যায়, ঘুম যায় ফুল,
পল্লবের কোলে কোলে ঘুমায় মুকুল!
আকাশে হেলান দিয়া ঘুমায় পর্ব্বত,
সম্মুখে সমুদ্র পাতা মহাশয্যাবৎ!
নিরাশার নিষ্পেষিত মহা মরুভূমে,
কত বক্ষ অস্থিচূর্ণ আছে ঘোর ঘুমে!

ঘাসে ঘাসে ঘুম যায় কত অশ্রুজল
সৈকতে শোকের শ্বাস ঘুমেতে বিহ্বল!
দিক্‌বদ্ধ শ্যামমাঠ অনিবদ্ধ নীবি;
স্খলিত অঞ্চল অঙ্গে ঘুমায় পৃথিবী!
অনন্ত শান্তির সুধা ভুগিছে সবাই,
একটী মায়ের চখে শুধু ঘুম নাই!
চিরদাহ জাগরণ তার বুকে দিয়া,
ঘুম যায় চিতাচুল্লী নিবিয়া নিবিয়া!

দাঁড়ায়ে বাহির বাড়ী অভাগী জননী,
ভাবিতেছে শূন্য পানে চেয়ে একাকিনী,
আসিয়াছে বাড়ী বাড়ী ছেলেপিলে সব,
বিজয়ার বিসর্জ্জন উৎসব নীরব!
কোলে নিয়া জননীরা আপন সন্তান,
কপোলে দিয়েছে চুম্ব শিরে দূর্ব্বাধান!
সকলে পেয়েছে বুকে বুকভরা ধন,
আমার অতুল দেরি করে কি কারণ?

অরুণের অগ্র জ্যোতি মৃদু পরকাশ,
প্লাবিয়া রজত স্বর্ণে পূরব আকাশ!
অভাগিনী পাগলিনী আনন্দে ভাসিয়া,
দুই ভুজ মেলে যায় কোলে নিতে গিয়া!
চীৎকারে অতুল মোর আসিতেছে অই,
খুঁজিতে উড়িল কাক 'ক—ই, ক—ই, ক—ই?'
মুরছিয়া ধরাতলে পড়িলা জননী,
তুলিতে সহস্র কর মেলে দিনমণি!

শেফালী ঝরিল আগে তারকা নিবিল,
রজনী সজনী তার শোকে প্রাণ দিল!
দেখিল পাড়ার শেষে লোকজন ভ্রমি,
জননী স্নেহের সেই বিজয়া দশমী!

৭ই কার্ত্তিক—১৩০০ সন।
কলিকাতা।

বঙ্কিমচন্দ্র।

১

সায়াহ্ন—ছাব্বিশে চৈত্র—তের শত সন,
এক পায়—দুই পায়, বসন্ত চলিয়া যায়,
শ্যাম মমতায় মেখে বন উপবন!
তার সে বিদায় ভোজ, মধু খায় রোজ রোজ,
ফুলের গেলাস ভরি মধুকরগণ!
তরুণ তমাল গাছে, কি জানি কি লিখা আছে,
কোকিল করিছে পাঠ সে অভিনন্দন!
উড়ায়ে রুমাল ছাতা, নূতন পল্লব পাতা
আনন্দ জানায় যেন নীরবে কানন!
বসন্ত বিদায় আজ, সভাপতি দ্বিজরাজ,
সুধাকরে করে তার শেষ সম্ভাষণ,
সায়াহ্ন—ছাব্বিশে চৈত্র—তের শত সন!

২

সায়াহ্ন—ছাব্বিশে চৈত্র—হায় হায় হায়,
বঙ্কিম বসন্তকবি আগে তার যায়!

লইয়ে নবীন হেম, অক্ষয়ে অক্ষয় প্রেম,
চন্দ্রনাথ প্রিয়বন্ধু দীনবন্ধু রায়,
ধ'রে সবে হাতে হাতে, লইয়ে আসিলে সাথে,
পারিজাত বন থেকে শ্যামা পাপিয়ায়!
ছিন্নআশা ছিন্নবাসা, সাজাইলে বঙ্গভাষা,
শীতের শিশির মুছে মলয় হাওয়ায়!
এখনো পূরেনি তার, সময়ের অধিকার,—
সাঁয়াহ্ন—ছাব্বিশে চৈত্র, হায় হায় হায়!
বঙ্কিম বসন্ত-কবি আগে তার যায়!

৩

বাঙ্গালার মহাকবি ভারতভূষণ,
সাজাইলে কত সাজে কাব্য উপবন!
কমল কমলমণি, পবিত্র প্রেমের খনি,
'কাণা কড়ি' দিয়ে সে যে কিনে রাখে মন!
সতুরে সাঁরথি করি, আরক্ত কপোলে মরি,
আপনি সমরে ধরে ফুলশরাসন!
'সূর্য্যমুখী' সূর্য্যমুখী, 'স্বামীর সুখেই সুখী,
স্নেহে প্রেমে মমতায় কোথায় এমন?
কোমল' কুন্দের' মালা, প্রীতির নৈবেদ্য বালা,
কি সুন্দর করিয়াছে আত্ম-নিবেদন!
বিষ নহে সুধাবৃক্ষ, পরশিছে অন্তরীক্ষ
তারকা হীরার ফুলে তীখণ কিরণ,
জগতের একধারে, সুদূর সাগর পারে,
আলো করিয়াছে সে যে বৃহৎ বৃটন,

কত ফুলে সাজাইলে ভাষা-ফুলবন!
পূজনীয় প্রিয়কবি, ফুটাইলে যে মাধবী,
বিমল 'বিমলা' রূপে গড়মন্দারণ!
হৃদয়ে লুকায়ে শূল, হাসে কাঁদে চাঁপাফুল,
আকুল আয়েষা চির আনত আনন!
রজনী রজনীগন্ধা, আলো করে দিবা সন্ধ্যা,
প্রেম-পূর্ণিমায় তার বেলফুলবন!
ফুল দিয়ে সিঁদ কাটে রমণী কেমন!

বঙ্গের বসন্তকবি ভারতভূষণ,
কত ফুলে সাজাইলে ভাষা ফুলবন!
রোহিণীর সমতুল, বিধবা বকুল ফুল,
কোন্ দেশে ফোটে হেন মধুমাখা মন?
কি শোভা পুকুর পারে, গোবিন্দ তুলিলা তারে,
ইন্দিরা লভিলা যেন নিজে নারায়ণ!
অভিমানে উচ্ছ্বসিতা, অপূর্ব্ব অপরাজিতা,
কি সুন্দর 'ভ্রমরের' মধুর মরণ,
না উঠিতে রাঙ্গা রবি, নির্ম্মল সরল ছবি,
ফুলদলে শিশিরের ধীরে পলায়ন!
কত সাজে সাজাইলে ভাষা-ফুলবন!

৫

তুমিই আনিয়া দিলে সুষমা শ্যামল,
আগে ছিল রুখু রুখু, না ছিল লাবণ্যটুকু,

মরা গাঙ্গে ছুটাইসে জোয়ারের জল !
দুই জনে চুবাচুবি, দুই জনে ডুবাডুবি,
প্রতাপ শৈবালে যুদ্ধ—কাঁপে দৈবদল !
এমন আদর্শ বীর, কোথা আছে পৃথিবীর,
পিণাকীর চেয়ে এ যে প্রতাপ প্রবল !
তুমি ফুটাইলে এই অমল-কমল !

৬

তুমিই সাজালে ভাষা শ্যাম সুষমায়,
বালিকা প্রফুল্ল আনি, গড়াইলে দেবীরাণী,
বিদ্যুতে মাখিয়া ফুল দেব-প্রতিভায় !
কল্পনা-কালিন্দী-তটে, গড়িলে আনন্দ মঠে,
ভারত ভবিষ্য স্বর্গ সুমেরু ছায়ায় !
শিখালে সন্তানধর্ম্ম, জননীর প্রিয়কর্ম্ম,
মহাবীর সত্যানন্দ মহাপ্রাণতায় !
তুমি সাজাইলে ভাষা অনন্ত শোভায় !

৭

তুমি সাজাইলে ভাষা নানা আভরণে,
কত রঙ্গ কত রস, কমলাকান্তের বশ,
লিখিলে রহস্য কত বিজ্ঞানে দর্শনে !
বুঝাইলে যোগ ভক্তি, কৃষ্ণের অসীম শক্তি,
দেখালে আদর্শ নর দেব নারায়ণে !
ঝেড়ে পুছে ধূলামাটী, হিন্দুর আসল—খাটী,
বুঝাইলে দয়াধর্ম্ম দেশবাসীগণে !
তোমার স্বাধীন মত, শরতের রৌদ্রবৎ,

জ্বলিতেছে ভারতের গগনে গগনে!
প্রতিভার দীপ্ত রবি, বাঙ্গালীর মহাকবি,
কেন অস্ত যাও আজ অগস্ত্য গমনে,
ঢালিয়া আঁধার ঘন ভাষা-ফুলবনে?

৮

যাবে তুমি? এ জগতে কে না বল যায়?
কেহ গেলে হাসে লোকে, কেহ গেলে কাঁদে শোকে,
পরাণ বিদরে কারে করিতে বিদায়!
বসন্ত বাঁচিয়ে থাক্, নিদাঘ শিশির যাক্,
কুলার বাতাসে আর তুষের ধুঁয়ায়!
বার মাস নিতি নিতি, থাকুক পূর্ণিমা তিথি,
চলে যাক্ অমা-রাহু ক্ষতি নাহি তায়!
তুমি থাক' মোরা যাই, আমরা যে ভস্ম ছাই,
কি হবে এ কোটি কোটি রেণু-কণিকায়?
আমরা পথের ধূলি, কৰ্দ্দম কঙ্কর গুলি,
আমরা নীচের নীচ পড়ে থাকি পায়!
বিধির অপূর্ব্ব দান, দেশের গৌরব মান,
তুমি কবি-কহিনুর কিরীট চূড়ায়!
মোরা যাই, তুমি থাক', সুখী কর মায়!

৯

গভীর বসন্ত নিশি—গভীর গগন,
কলিকাতা নিমতলে, দিতেছে গঙ্গার জলে,
ধোয়াইয়া ভারতের বুকভরা ধন!
পাতিয়ে অঞ্চল-ঢেউ,—আঁধারে দেখিনি কেউ,—

মহা যত্নে মন্দাকিনী করিছে গ্রহণ!
পাইয়া কবির ছাই, আনন্দের সীমা নাই,
চলেছে পতিরে দিতে ডগমগ মন!
কত যুগ-যুগান্তর, হৃতরত্ন রত্নাকর,
দেবতা লুঠিয়া নিছে করিয়ে মন্থন,
পরশে কবির ছাই, ফিরিয়ে পাইবে তাই,
লবণাক্ত জলে হবে সুধা অতুলন!
ইন্দিরা জন্মিবে শঙ্খে, পারিজাত হবে পঙ্কে,
শুকুতি পরশে হবে মুকুতা সৃজন!
শৈবাল প্রবাল হবে, সুধাকর ফেন সবে,
হইবে কলপতরু তৃণ তরুগণ!
পাষাণে পড়িলে দাগ, হবে মণি পদ্মরাগ,
অঙ্গারে হইবে হীরা কৌস্তুভ রতন,
সত্যই কবি কি মরে? বোঝেনা অবোধ নরে,
কবি করে ত্রিদিবের নব আয়োজন,
আনন্দে অমর বন্দে কবির চরণ!

২৭শে চৈত্র—১৩০০ সন।
কলিকাতা।

১

কার্ত্তিক! তুমি কি সেই দেবসেনাপতি?
তুমি সে উমার ছেলে, ময়ূরে চড়িয়া এলে,
পাৰ্ব্বতীরে বেড়ায় যেই পাহাড়ে পাৰ্ব্বতী?

তোমারি মা গিরিকন্যা, জগতে রমণী ধন্যা,
দশভুজে দশ অস্ত্র ধরে ভগবতী?
চরণে অসুর দলে, যে রমণী মহাবলে,
সে মহিষ-মর্দ্দিনীর তুমি কি সন্ততি?
কার্ত্তিক! তুমি কি সেই দেবসেনাপতি?

২

কার্ত্তিক, তুমি কি সেই দেবসেনাপতি?
প্রলয় বিষাণধারী, তুমি কি সংহারকারী
ত্রিপুরারি ত্রিশূলী সে শিবের সন্ততি?
যোগীন্দ্র তোমারি পিতা, যোগাসন করে চিতা,
গলে পরে হাড়মালা ভূষণ বিভূতি?
সর্পের বলয় হাতে, রুদ্রাক্ষ শোভিত সাথে,
সদ্যছিন্ন বাঘছাল পরিধান ধুতি?
প্রচণ্ড নয়নানলে, কীট সম কাম জ্বলে,
ললাটে জ্বলিছে সদা শশিদিনপতি?
মস্তকে বিশাল জটা, গঙ্গার তরঙ্গ ঘটা,
আতঙ্কে মাতঙ্গ ভাসে—মহা বেগবতী!
অমৃত ঠেলিয়া পায়, গরল সমুদ্র খায়,
তোমারি কি মৃত্যুঞ্জয় পিতা পশুপতি?
কার্ত্তিক! তুমি কি সেই শিবের সন্ততি?

৩

কার্ত্তিক! তুমি কি সেই দেবসেনাপতি?
তুমি কি সে মহাশূর, বধিয়া তারকাসুর,
উদ্ধারিলা দেবতার সে অমরাবতী?

তুমিই কি ভুজবলে, পুনরায় দেবদলে,
দানব দাসত্ব হ'তে করিলে মুকতি ?
তোমারি কি সুরপুরে, জয় বৈজয়ন্তী উড়ে
সুবর্ণ সুমেরুচূড়ে ওহে সুররথি ?
তুমি কি সে ষড়ানন সুরসেনাপতি ?

৪

তুমি কি কুমার সেই দেবসেনাপতি ?
তোমারে পূজিয়ে মোর, তব সম বীর ছেলে,
সে নাশে তোমারি মত দেশের দুর্গতি ?
সে ফেলে সজোরে ছিঁড়ি, জননীর দাসীগিরি,
তাহারো কি পদভরে কাঁপে বসুমতী ?
তারো কি হিমাদ্রি লঙ্ঘা, বাজে সে বিজয় ডঙ্কা
তাহারো চরণে বিন্ধ্য করে কি প্রণতি ?
হায় সে ছেলের লাগি, সারা রাত্ জাগি জাগি,
করে কি তোমার পূজা যত কুলবতী ?
তুমি কি কার্ত্তিক, সেই দেবসেনাপতি ?

৫

কার্ত্তিক ! তুমি কি সেই দেবসেনাপতি ?
কোথা তবে বর্ম্ম চর্ম্ম, এই কি বীরের কর্ম্ম ?
এ দেখি বিষম কৃপা 'কেরেপের' প্রতি !
কোথা বা সে মালকচ্ছ, সে বুঝি গয়াংগচ্ছ,
আগচ্ছ ঢাকাই ধুতি ত্রিকচ্ছে বসতি !
বিজয় কিরীট খুলে, এলবার্ট্ এলে তুলে,
পায়ে মেন্‌ফিল্ড্ জুতা—ফুলবাবু অতি !

কোথা সে পিঠের তূণ, কোথা সে ধনুকগুণ,
কার্ম্মুক বহিতে হাতে, নাহি কি শকতি ?
কার্ত্তিক ! তুমি কি সেই সুরসেনাপতি ?

৬

কার্ত্তিক ! তুমি কি সেই দেব-যোদ্ধাপতি ?
ছাড়িয়া বীরের সাজ, আসিতে হল না লাজ,
তোমারো এখানে এসে ফিরে গেল মতি ?
বাঙ্গালার জলবায়ু, বিনাশে আরোগ্য আয়ু,
দেবতারো এমনি কি ঘটায় দুর্গতি ?
সত্য এ মাটীর দোষে, হৃদয়ের বল শোষে,
শোণিতে থাকেনা তেজ মোটে এক রতি ?
এ মৃদু মলয় বায়, উদ্যম উড়িয়া যায়,
অবশ্য শিথিল হয় ধমনীর গতি ?
সত্যই পিকের ডাকে, হাতে না ধনুক থাকে,
কুহুরবে পক্ষাঘাত করে কি বসতি ?
মর্ম্মর-অস্থির করে মোমে পরিণতি ?

৭

কার্ত্তিক ! তুমি কি সেই দেবসেনাপতি ?
এ বেশে তোমারে পূজি, কি ফল আমি না বুঝি,
জন্মে শুধু কতগুলি জড় পাপমতি !
পরিচ্ছদ ফুলকোঁচা, ব্যবসা শ্লেনের খোচা,
পদাঘাতে পীলা-ফাটা—এই শেষ-গতি !
যাহা কিছু উচ্চ শিক্ষা, উদ্দেশ্য দাসত্ব-ভিক্ষা,
ছোট বড় সকলের একই পদ্ধতি !

সকলি কবন্ধাকার, মুখ আর পেট সার,
বায়ুভরা বেলুনের কথারি উন্নতি!
কেবলি রুচির পুচ্ছ, জ্বালাইতে করে উচ্চ,
কাব্যের কনক লঙ্কা—মহা রূপবতী!
কেবলি সমাজ শোধে, কুরুচির গোড়া খোদে,
নাশিতে অশোক বনে বসন্ত-ব্রততী!
এ হেন 'বেবুন' বংশ, একদিনে হলে ধ্বংস,
জগতের লাভ বই নাহি কোন ক্ষতি!
দুর্ভিক্ষ আকাল যায়, 'হাহাকার, হায়, হায়'
কুটীরে কৃষক করে আনন্দে বসতি।
আলস্যে শূয়র পালে, কাজ নাই কোন কালে,
বৃথা আরো অপবিত্র করে বসুমতী!
একটী সিংহের ছানা, অরণ্যে বসায় থানা,
রচে শৈল-সিংহাসন—সাজে পশুপতি।
বাবুভরা বাঙ্গলার কি হবে হে গতি?

১৬ই কার্ত্তিক—১৩০১ সন।
কলিকাতা।

আমার বাড়ী।

১

কোথা বাড়ী—কোথা ঘর, কি শুধাও ভাই?
হায় সে দুঃখের কথা, মলিন মরম-ব্যথা,
প্রাণপণে আমি যে তা ভুলে যেতে চাই!

স্মরণে পরাণ পোড়ে, বুক যেন ভাঙ্গে চোরে,
হায় সে দারুণ জ্বালা আজো কমে নাই!
কলিজা ধমনী শিরা, মনে লয় ফেলি ছিঁড়া,
নিজের শরীর নিজে কামড়াইয়া খাই!
সে অগ্নি-কাহিনী যাহা, কেমনে বলিব তাহা,
মনে না হইতে আগে পুড়ে হই ছাই!
বলনা বলিব কিসে, মরি যে দারুণ বিষে,
আমি যে দেখিছি এর দেশে ওঝা নাই!
কোথা বাড়ী—কোথা ঘব, কি শুধাও ভাই?

২

কোথায় বসতি মোব, কি শুধাও ভাই?
যে দেশে আছিল বাড়ী, চিহ্ন মাত্র নাহি তাবি,
সে দেশ পুড়িয়া গেছে, হয়ে গেছে ছাই!
বাবণের চিতা সম, জ্বলে জন্মভূমি মম,
ধুইয়া শ্মশান সেই বহিছে চিলাই!
সে দেশ থাকিত যদি, তবে কিহে নিরবধি,
দেশে দেশে ঘুরি আর কাঁদিয়া বেড়াই?
কোথায় বসতি মোর কি শুধাও ভাই?

৩

কোথায় বসতি মোর কি শুধাও ভাই?
যে দেশে আছিল ঘর, আমি সে দেশের পর,
সে দেশে যাইতে মোর অধিকার নাই!
আমারি—আমারি দেশে, আমারে খেদায় এসে,
আমারি মায়ের কোলে নাহি মোর ঠাঁই!

ইংরাজের রাজনীতি, দেয় না সে বজ্রগীতি,
জ্বলন্ত দীপকরাগে প্রাণ খুলে গাই!
ছিন্নজিহ্ব সিংহ সম, জীমূত গর্জ্জন মম,
হৃদয়-কন্দরে নিত্য নীরবে লুকাই!
কোথা বাড়ী কোথা ঘর, কি শুধাও ভাই?

৪

কোথায় বসতি মোর কি শুধাও ভাই?
কেহই শোনেনা যাহা, তুমি কি শুনিবে তাহা,
এ দুঃখ বলিতে নাহি ত্রিভুবনে ঠাঁই!
এ জগতে আছে যারা, সকলি পিশাচ তারা,
প্রকৃত মানুষ কারে দেখিতে না পাই!
সব বেটা ঘুষখোর, সব বেটা জুয়াচোর,
'ধ্বজাধারী' 'আর্কফলা' যার দিকে চাই!
'তু' করিতে মেলে হাত, হেন পায়ধরা জাত,
এমন বিবেকশূন্য দেশের বালাই!
কুকুরের চেয়ে নীচু, যদি আর থাকে কিছু,
আমি যে এদেরি বলি ঘৃণা করি তাই!
বলিব কাহার কাছে, কে বল মানুষ আছে,
দয়াল ধার্ম্মিক বীর কোথা গেলে পাই?
করিতে আর্ত্তের ত্রাণ, কার বল কাঁদে প্রাণ?
তেমন মানুষ বুঝি ত্রিভুবনে নাই!
কোথায় বসতি মোর কি শুধাও ভাই?

৫

কোথায় বসতি মোর শুনিয়া কি ফল?
তুমি কি পারিবে তার, ঘুচাইতে হাহাকার,

মুছাইতে আঁখিভরা শোক-অশ্রুজল ?
তুমি কি দেখেছ বু'ঝে, এত বল আছে ভুজে,
ছিঁড়িতে পারিবে তার লোহার শৃঙ্খল ?
হৃৎপিণ্ড বিদারিয়া, বুকের শোণিত দিয়া,
পারিবে নিবা'তে তার দাহ-দাবানল ?
কোথায় বসতি তবে শুনিয়া কি ফল ?

৬

কি হবে শুনিয়া ভাই কোথা বাড়ী ঘর ?
যে দেশে আছিল বাড়ী, সে দেশের নরনারী,
স্বর্গের শিশুর মত সরল অন্তর !
দ্বেষ নাই হিংসা নাই, যেন সব ভাই ভাই,
কেবলি স্নেহেতে ছিল মাখা পরস্পর !
ছিল সবে শান্তিসুখে, সতত প্রসন্নমুখে,
শতদলে গাঁথা যেন শতদল থর !
কত ছিল খেত খোলা, শস্যপূর্ণ ছিল গোলা,
ইন্দিরার যেন সব মন্দির সুন্দর !
সবারি আছিল হাল, গোয়ালে গরুর পাল,
দুধেভাতে সকলেই পূরিত উদর !
আছিল নিঃশঙ্ক মনে, প্রিয় পরিবার সনে,
মা বোন্ সুন্দরী হ'লে নাহি ছিল ডর !
নিশীথে পতির বুকে, সতী ঘুমাইত সুখে,
কাড়িয়া নিত না কোন দানব পামর !
সে দেশে আছিল ভাই সুখে নারীনর !

৭

সে দেশ আছিল ভাই দেবনিকেতন,
ধার্ম্মিক প্রজার প্রিয়, দেবোপম পূজনীয়,
সে দেশে আছিল রাজা কালীনারায়ণ!
জননী সমান জানি, সত্যভামা ছিলা রাণী,
মমতার মন্দাকিনী স্নেহ-প্রস্রবণ!
রাজবালা কৃপাময়ী, কৃপার তুলনা কই?
রাজেন্দ্র নামেতে ছিলা রাজার নন্দন!
নাহি ছিল অবিচার, নাহি ছিল ব্যভিচার,
নাহি ছিল অনাথার করুণ ক্রন্দন!
যার ক্ষেত সে অবশ্য, পাইত তাহার শস্য,
পারিতনা লুঠে নিতে চোর মন্ত্রিগণ!
সে যায়নি অধঃপাতে, সে খেত' আপন হাতে,
নিজেই নিজের রাজ্য করিত শাসন,
প্রজার কল্যাণে হিতে, সে চাহিত প্রাণ দিতে,
দেশের মঙ্গলে সদা আছিল যতন!
কৃষি শিল্প ব্যবসায়, রাজ্যের উন্নতি যায়,
তাহাতে অজস্র অর্থ করিত বর্ষণ,
প্রজার শিক্ষার তরে, কত যত্নে সমাদরে,
গ্রামে গ্রামে বিদ্যালয় করিত স্থাপন;
নাহি ছিল জলকষ্ট; রোগে না হইত নষ্ট,
দেশে কভু নাহি ছিল অকাল মরণ,
কাটাইয়া জলাশয়, স্থাপিয়া চিকিৎসালয়,
প্রজার অভাব দুঃখ করিত মোচন!

ছিল 'প্রজাহিতৈষিণী' প্রজা-হিতসংসাধিনী,
রাজার সে অদ্বিতীয় কীর্ত্তি অতুলন ;
কিন্তু তা কোথায় আজ, কোথা সেই মহারাজ ?
ডুবেছে সূর্য্যের সহ সহস্র কিরণ !
সে যে ছিল দেবপুর দেবনিকেতন !

৮

যে দেশে আছিল বাড়ী, সে যে দেবপুর,
সেখানে ছিলনা পাপ, নাহি ছিল পরিতাপ,
সে দেশে ছিলনা ভাই দানব অসুর !
ক্ষুধা তৃষ্ণা অনাহারে, মরিতে হ'ত না কারে,
দরিদ্র ভিখারী অন্ধ অনাথ আতুর,
রাজার দয়ার দানে, সকলে বাঁচিত প্রাণে,—
শ্রাবণের ধারা সম প্রভূত প্রচুর !
বিনা দোষে নির্ব্বাসিত, কারে না করিয়া দিত,
হাতী দিয়ে ভেঙ্গে ঘর করিত না চূর্ণ !
কিম্বা গৃহ পোড়াইয়া, সে দিত না খেদাইয়া,
সে ছিলনা আততায়ী পাপিষ্ঠ নিষ্ঠুর !
সে ছিল ভগিনী ভ্রাতা, সে যে ছিল পিতা মাতা,
সে যে ছিল সকলের মাথার ঠাকুর।
হায়, কোথা গেলা আজ, দেবপুর-দেবরাজ,
হৃদয়ে হানিয়ে বাজ রাজাবাহাদুর !
যে দেশে আছিল বাড়ী, সে যে দেবপুর !

৯

যে দেশে আছিল ভাই বসতি আমার,
সে দেশে চিলাই তীরে, বিধৌত রজত নীরে,

আজিও শ্মশানশয্যা আছে সারদার!
কুমুদ কমলে হায়, শবত সাজায় তায়,
সায়াহ্ন জ্বালায়ে দেয় দীপ তারকার,
কুয়াসা ধূমের রূপ, শিশির দিতেছে ধূপ,
বাজায় মঙ্গল-শঙ্খ হংস অনিবার!
প্রভাত পাখীর স্বরে, বসন্ত বন্দনা করে,
পবিত্র প্রণয়গীতি গাইয়া তাহার!
স্নেহের নয়নাসারে, বরষা ধোয়ায় তারে,
ঢালিয়া নবীন মেঘে নব জলধার!
দেবদেশে ছিল ভাই বসতি আমার!

১০

দেবদেশে ছিল ভাই দেবনিকেতন,
যত তরু যত লতা, সকি কল্পতরু তথা,
সে দেশের যত বন সকলি নন্দন।
সে দেশের স্রোতস্বিনী, সকলেই মন্দাকিনী,
সকলি অমৃতগঙ্গা সুধাপ্রস্রবণ!
সে দেশের স্বর্ণভূমি, হায় কি বুঝিবে তুমি,
তরঙ্গিয়া উঠিয়াছে সুমেরু কেমন!
সে দেশে 'মাণিকা বিলে', মাণিক-কমল মিলে,
কি ছার সে মানসের হেম পদ্মবন!
আন্দোলিয়া নীল বারি, জল নিতে কুলনারী,
সলিলে গলিয়া পড়ে তরল কাঞ্চন!
সে দেশে নারীর ঠোঁটে, পারিজাত ফুল ফোটে,
প্রশ্বাসে নিঃশ্বাসে বহে সুধা সমীরণ,

তাদেরি আননে হয়, সে দেশের চন্দ্রোদয়,
তাদেরি চরণে ডুবে কনক তপন !
তাদেরি করুণা স্নেহে, নব বল আসে দেহে,
জরামৃত্যু করে যেন দূরে পলায়ন,
অমৃত তাদেরি কথা, সে আদর সে মমতা,
জুড়ায় বুকের ব্যথা জ্বালাপোড়া মন !
সে দেশে রমণী দেবী, আমি তারে নিত্য সেবি,
জননী ভগিনী রূপে পূজি শ্রীচরণ,
সে দেশে ত পর নাই, সবি পিতা সবি ভাই,
প্রাণের অধিক মোর সকলি আপন !
সে যে ছিল দেবপুর দেবনিকেতন !

১১

কি হবে শুনিয়া ভাই কোথা বাড়ী ঘর ?
যে দেশে আছিল বাড়ী, আজি তার নরনারী,
শোকে দুখে বিষাদিত ব্যথিত কাতর !
সয়তান লাগিয়া পিছে, কলম কাড়িয়া নিছে,
তাহারা হয়েছে আজ পশু বনচর,
তাহারা ভূতেরে পূজে, যুতা খায় মাথা গু'জে,
পিঠে খায় কীল কুনি, গালে খায় চড় !
নীরবে সকলি সহে, মরার মতন রহে,
মা বোন্ সতীত্বহারা করে ধড় ফড় !
ভাবিছে অদৃষ্ট সার, এই লিপি বিধাতার,
এত কাপুরুষ করে দৈবের নির্ভর,
এত গেছে অধঃপাতে, পিশাচের পদাঘাতে,

স্মরণে নয়নে অশ্রু বহে দরদর !
হায় সে দেশের কথা, দুঃখময় সে বারতা,
আমি যে রেখেছি বুকে চাপিয়া পাথর !
কি হবে শুনিয়া ভাই কোথা বাড়ী ঘর ?

২৪শে বৈশাখ—১৩০২ সন।
মধুপুর, E. I. R.

উলঙ্গ রমণী।

১

বড় ভালবাসি তোরে উলঙ্গ রমণি !
উদলা উজ্জ্বল বেশ, সৌন্দর্য্যের একশেষ,
চৌদিকে চাঁদের শোভা উছলে যেমনি !
নাহি বিঘ্ন নাহি বাধা, অতি শুভ্র—অতি সাদা,
অতি জ্যোতির্ম্ময় দীপ্ত দেবদেহ খানি !
যে অঙ্গে যেখানে চাই, কোন আবরণ নাই,
বিতরে অনন্ত তৃপ্তি দিবস রজনী !
বিমল রূপের ডালি, বদান্যতা ভরা থালি,
কারে বলে কৃপণতা জানে না কখনি,
ক্ষীরোদ সিন্ধুর মত, সীমাশূন্য শোভা কত,
চেয়ে চেয়ে, চেয়ে চেয়ে অবশ চাহনি !
বড় ভালবাসি তোরে উলঙ্গ রমণি।

২

বড় ভালবাসি তোরে উলঙ্গ রমণি !
গিয়াছে সংকোচ ভয়, লাজ লজ্জা সমুদয়,

সরম শোভার তুই শত প্রস্রবণী !
নাহি শঙ্কা নাহি ত্রাস, নাহি গুপ্ত অভিলাষ,
নির্ম্মল জ্বলন্ত রূপ যথা সৌদামিনী!
ছলনা বঞ্চনা নাই, স্বপ্রকাশ সর্ব্বদাই,
নাহি কোন লোক-নিন্দা নাহি কোন গ্লানি !
সরলা আপনা ভোলা, সর্ব্ব আবরণ খোলা,
কুরুচি বলিয়া লোকে করে কাণাকাণি !
তবু তোরে ভালবাসি উলঙ্গ রমণি !

৩

আমি বড় ভালবাসি উলঙ্গ রমণী,
উলঙ্গ গোপিনীকুলে, কাল কদম্বের মূলে,
কালিন্দীর কাল জলে কমলের শ্রেণী !
কেহ ভাসে কেহ ডুবে, যেন চন্দ্র থুবে থুবে,
নীলসিন্ধু ভেদি আহা উঠিছে এখনি !
সে লাবণ্য মুক্তবক্ষে, কে পারে সহিতে চক্ষে,
নগন জঘনে কাম মগন আপনি !
যমুনার স্রোত বয়ে, কে না যায় জল হয়ে,
দেখিলে সে মোহময় নয়নে চাহনি !
আমি বড় ভালবাসি উলঙ্গ রমণী !

৪

আরো ভালবাসিতাম তোমারে গোপিনি !
সামান্য লজ্জার লাগি, যদি না লইতে মাগি,
চুরি ক'রে যে বসন নিল নীলমণি !
দু'দিকে দু'হাত দিয়ে, দুকূল রাখিতে গিয়ে,

অকূলে ডুবিলি বৃথা কাঞ্চন তরণি !
ক্ষুদ্র ও কমলপাতে, পর্ব্বত ঢাকে কি তাতে ?
বৃথা যত্ন, বৃথা চেষ্টা, ওরে অবোধিনি !
ঘৃণালজ্জা মানপ্রাণ, প্রেমের দক্ষিণা দান,
কেননা পারিলি দিতে, কুণ্ঠিতা এমনি ?
যে যাহারে ভালবাসে, সে ত বুকে যায় আসে,
নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে তার ওরে গোয়ালিনি,
অন্তরে বাহিরে তার, কোথা থাকে অন্ধকার ?
আপনি সাধিয়া সে যে সাজে উলঙ্গিনী !
হিয়ার ভিতরে তোর, নিয়া যদি মনোচোর,
দেখাতি উলঙ্গ করি হৃদয় ধমনী,
আরো ভালবাসিতাম তোরে গোয়ালিনি !

৫

আমি বড় ভালবাসি উলঙ্গ রমণী,
অসুর-শোণিত-নদে, নাচে শ্যামা রণমদে,
গৈরিক-প্রবাহে যেন মত্ত মাতঙ্গিনী !
কিংবা রক্ত-সিন্ধু জলে, নীল বাড়বাগ্নি জ্বলে,
নিবায়ে গগন নীলে শত দিনমণি !
অধরে সে অট্টহাসি, মাখা দৈত্য রক্তরাশি,
সুরক্ত চন্দনে রক্ত জবাফুল জিনি !
ত্রিবলী স্বর্গের সিঁড়ি, বুকভরা নীলগিরি
আরক্ত উষায়, রক্তে ভাসিছে তেমনি !
অসুরের মুণ্ডমালা, নীলবক্ষ করে আলা,
শোভে যেন নভ নীলে জ্যোতিষ্কের শ্রেণী !

নয়নে শয়নে আছে, ফুলধনু রেখে কাছে—
কে বলে মরেছে কাম, কেবলি কাহিনী!
সুন্দরী নারীর রাগে, ফুল ফোটে আগে আগে,
শরত বসন্তে জাগে পূর্ণিমা রজনী!
এত রূপে হায় হায়, কে না ভোলে মোহ যায়,
আপনি লুটায়ে পায়, পড়ে শূলপাণি!
আমি বড় ভালবাসি উলঙ্গ রমণী!

৬

আরো ভালবাসিতাম শিব-সিমন্তিনি!
যদিও আপনাহারা, বিশ্ব-প্রেমে মাতোয়ারা,
যদিও নাশিতে পাপ রণে উন্মাদিনী,
যদিও ধরার ভার, হরিতে এ অবতার,
পুণ্যের প্রতিষ্ঠা হোক, তবু ত জননী,
ভগিনী, দুহিতা নারী, সৃজন পালন তারি,
মমতার মোম সে যে স্নেহের নবনী!
তার হাতে অসি খাড়া, দুধের ঝিনুক ছাড়া?
দু'হাতে অভয় বর থাকে থাক্ জানি,
প্রেমময়ী রমণীর, করে শোভে ছিন্নশির,
কার গো পীরিতে রাঙ্গা অবনী এমনি?
শরীর শিহরে ত্রাসে, সৌন্দর্য্য-রাক্ষস গ্রাসে,
নতুবা শিবের মত ভাঙ্গা বুক খানি,
ও রূপের পদতলে, ঢালিতাম কুতূহলে,
দেখিতাম প্রাণ ভরি দিবস রজনী,
আমি বড় ভালবাসি উলঙ্গ রমণী!

৭

সব চেয়ে ভালবাসি শ্মশানে রমণী !
সে লাবণ্য অতিমুক্ত, পুণ্যযুক্ত জয়যুক্ত,
চৌদিক বেড়িয়া তার উঠে হরিধ্বনি !
নাহি হিংসা নাহি দ্বেষ, নাহি সুখ দুঃখ ক্লেশ,
নির্ব্বাপিত প্রবৃত্তির প্রতিমা যেমনি !
অথবা তাহারি কাছে, ব্রহ্মাণ্ড নিবিয়া আছে,
জাগ্রত অনন্ত শক্তি আছে একাকিনী,
তপস্যা সমাধি ধ্যানে, প্রবুদ্ধ মুনির প্রাণে,
অতিমুক্ত স্বপ্রকাশ চৈতন্য রূপিনী !
অর্দ্ধেন্দু ললাটে তাব, শত জ্যোতি পূর্ণিমার,
শান্তির নিলয় যেন নয়নের মণি !
প্রভাতের পদ্মগালে, সুধা বাড়া পুষ্প থালে,
অমৃত-চুম্বন-চিহ্ন রয়েছে তেমনি !
কি সুন্দর রাঙ্গা ঠোঁঠে, ঊষার তরঙ্গ ওঠে,
প্লাবিয়া কুসুম কুন্দ দশনের শ্রেণী !
বুক ভরা অপরূপ, যেন আলিঙ্গন স্তূপ,
বিরাট বিশাল উচ্চ—স্পর্শে দিনমণি !
যেন দিয়ে ক্ষুদ্র ধরা, সে বুক গেল না ভরা,
আরো চাহে কোটি বিশ্ব এমনি এমনি !
নিষ্কলঙ্ক নির্ব্বিকার, যৌবনের জ্যোৎস্না তার,
নিত্যবুদ্ধ সত্যশুদ্ধ আনন্দরূপিণী !
সে মুক্ত রূপের কাছে, সৌন্দর্য্য কোথায় আছে ?
লাবণ্যে ভাসিয়া গেছে আকাশ অবনী !

শ্যামের বাঁশীর গান, শিবের শিঙ্গার তান,
ডুবায়ে উঠিছে আরো উচ্চে হরিধ্বনি!
'বল হরি হরি বল', কাঁপিতেছে দিঙ্মণ্ডল,
চমকি চিলাই চায় ক্ষুদ্র প্রবাহিনী!
তাহার শিয়রে আসি, উলঙ্গ রূপের রাশি,
শ্মশানে শুইয়া আছে; দিগন্তব্যাপিনী
জ্বলিছে প্রতিভা তার; কি সুন্দর মহিমার,
নিষ্প্রভ করিয়া যেন চিতার অগিনি!
সেই যে চিলাইর চিতা, আজো প্রাণে প্রজ্জ্বলিতা,
ব্রহ্মাণ্ড ভরিয়া সেই উঠে হরিধ্বনি!
আমি বড় ভালবাসি উলঙ্গ রমণী!

৬ই অগ্রহায়ণ—১২৯৭ সন।
মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ।

চীনজাপান যুদ্ধ।

১

যা হয়েছে এই ঢের, থাম্‌রে জাপান্,
বুঝেছি বুঝেছি তোর, আছে বেশ্ গায়ে জোর,
উদ্ধত যুবক তুই বীর বলবান্!
নববীর্য্যে নবোৎসাহে,—নিত্য নব জয় তাঁহে—
মারিতে পারিস্ বেশ্ বন্দুক কামান!
নিত্য তোর নবস্ফূর্ত্তি, গর্ব্বিত মার্ত্তণ্ড মূর্ত্তি,
জ্বলিয়া উঠিছে পূবে বিরাট বিমান!

তোর ও গর্ব্বিত সেনা, প্রশান্তে অশান্ত ফেনা,
'উইলো' ঠেলিয়া জোরে উঠিছে উজান!
'কিউরণ' ভাসাইয়া, 'উইজি' ধরিলি গিয়া,
ফুৎকারে উড়ায়ে 'চিস্কু' রেণুর সমান!
'মানচুরিয়া' মান চূরিয়া 'মোকদেন' মুখে নিয়া,
'প্রাচীর' ভাঙ্গিতে চায় করি খান্ খান্!
'কোরিয়া' কাড়িয়া নিলি, 'পিগাঙ্গ' ফেলিলি গিলি,
বিরাট বিশাল চীন ভয়ে কম্পমান!
যা হয়েছে এই ঢের, থাম্‌রে জাপান!

২

যা হয়েছে এই ঢের, থাম্‌রে জাপান!
আর রণে কাজ নাই, তোরা যে আপন ভাই,
এসিয়া মায়ের তোরা স্বাধীন সন্তান!
তোরাই ভরসা তাঁর, তোরা তার অহঙ্কার,
তোরাই জগতে তার রেখেছিস্ প্রাণ!
আশা তার জলে স্থলে, মহাশক্তি মহাবলে,
আবার করিবি ভোর নব দিনমান!
লঙ্ঘিয়া 'অমর নদ', লঙ্ঘিয়া 'বৈকাল হ্রদ,'
'ইউরেলে' উড়াইবি বিজয় নিশান!
ভাসাইবি রণতরী, 'কাস্পীয় সাগর' পরি,
রাখিবি সে 'ককেসস্' দ্বারে দ্বারবান্!
তোরা যে রে এসিয়ার স্বাধীন সন্তান!

৩

যা হয়েছে এই ঢের, থাম্‌রে জাপান,
তোরা যে রে ভাই ভাই, ভুলেছিস্, মনে নাই?

তোরা যে রে সহোদর একুই সমান!
এক রক্ত এক মাংস, এক বংশ দুই অংশ,
তোরা যে রে এক দেহে হাত দুই খান!
এক জল এক বায়ু, একই জীবন আয়ু,
তোরা যে করিস্ মার এক স্তন পান!
এক কোলে এক বুকে, একত্র আছিস্ সুখে,
তাহাতে বিবাদ কেন—রণে আগুয়ান্?
যা হয়েছে এই ঢের, থাম্‌রে জাপান!

৪

যা হয়েছে এই ঢের, থামবে জাপান,
ক্ষমা কর ভাই বলে, কাজ নাই আয় চলে,
ভেঙ্গেছিস্ চীনের ত বড় অভিমান!
ছিল যে বিশ্বাস অন্ধ, তার চেয়ে সব মন্দ,
জগতের গুরু সেই জ্ঞানে গরীয়ান্,
অসীম বিশাল বিশ্ব আজিও তাহার শিষ্য,
তাহারি চরণতলে সকলের স্থান!
তার চেয়ে মহোন্নতি, আরো আছে উর্দ্ধগতি,
আরো যে জগতে জাতি আছে বুদ্ধিমান,—
তার নদী তার হ্রদ, তার দেশ জনপদ
তাহার সামর্থ্য শক্তি শিলপ বিজ্ঞান,
রাজনীতি যুদ্ধনীতি, স্বজাতি স্বদেশপ্রীতি,
তাহার হইতে শ্রেষ্ঠ আছে সুমহান্,
ছিলনা বিশ্বাস তার, ছিল বড় অহঙ্কার,

ভেঙ্গেছিস্ সে বড়াই স্পর্দ্ধা অভিমান,
যা হয়েছে এই ঢের, থাম্‌রে জাপান!

৫

যা হয়েছে এই ঢের, থাম্‌রে জাপান,
আয় আয় আয় ফিরে, মায়ের মাথায় কিরে,
আয় ভবিষ্যৎ-অন্ধ উদ্ধত অজ্ঞান!
কেন আর আত্মদ্রোহে, মাতিয়া মরিস্ মোহে,
করিস্ আপন রক্ত আপনিই পান?
হা রে এসিয়ার জাতি, অবিবেকী আত্মঘাতী,
এমনি করিয়া নাকি লভিবি নির্ব্বাণ?
শুধু তোরা দু'টী ভাই, এ ছাড়া জীবিত নাই,
আর যে সকলি মৃত তাতার তুরাণ,
ককেসিয়া কি পারস্য, সবারি মৃতের হাস্য,
আরব নীরব, মৃত বেলুচি আফগান!
মালয় লেয়স লয়, আনাম আনাম নয়,
আব্রহ্ম-ভারত ভস্ম—নেপাল ভুটান!
পশ্চিমের মহা ঝড়ে, পৃথিবী ভাঙ্গিয়া পড়ে,
এসিয়া পেষিয়া যাবে হয় অনুমান!
কেবল তোরাই বাকি, তাও বুঝি যাস্ নাকি,
হা অদৃষ্ট, হা কপাল, হায় ভগবান,
এসিয়া আফ্রিকা হবে—অহল্যা পাষাণ?

৬

এখনও সময় আছে, থাম্‌রে জাপান,
ঐ যে সাগর পীতে, রুষ আর ফরাসীতে,

হরষিতে আছে চেয়ে খাড়া করে কাণ!
বৃটনের রণতরী, পূরব সাগর পরি,
খুজিছে কোথায় ছিদ্র কোথায় সন্ধান!
তোরা হ'লে বলহীন, আঘাতে আঘাতে ক্ষীণ,
হইলে অবশ অঙ্গ প্রায় ম্রিয়মান,
সিংহ ও ভল্লুকে বাঘে, ছিঁড়ে খাবে চীনা ছাগে,
পাবিনা প্রসাদ তুই কণিকা সমান!
এখনও সময় আছে, থাম্‌রে জাপান!

৭

এখনও সময় আছে, থাম্‌রে জাপান,
এত শুধু নহে জয়, নহে শুধু অভ্যুদয়,
ভিতরে বিষম ক্ষয়—মহা অবসান!
চাহিয়া দেখ্‌রে পাছে, মহামৃত্যু চেয়ে আছে,
বাড়াইছে ভবিষ্যত্‌ জিহ্বা লেলিহান্‌!
আগে এক—পরে দুই, চীনের পরেই তুই,
গরাসিবে তোরে মূর্খ গোঁয়ার অজ্ঞান!
অই দেখ ইউরোপ, ওছাইয়া আছে কোপ্‌,
যায় বুঝি এসিয়ার এবার গর্দ্দান!
এখনো সময় আছে, থাম্‌রে জাপান!

৮

এখনো সময় আছে, থাম্‌রে জাপান,
ধিক্‌ ও উন্নতি শিক্ষা, ধিক্‌ ও সভ্যতা দীক্ষা,
দেখে না যে ভবিষ্যৎ, দেখে বর্ত্তমান!
কি করিবে রেলগাড়ী, কি করে জাহাজ তারি,

যদি তা অদৃষ্ট রাজ্যে না পৌঁছায় জ্ঞান!
কি করে সে তার-পথে, যদি সেই রাজ্য হ'তে,
না পায় সংবাদ সত্য ধ্রুব বর্ত্তমান!
একি রে উন্নতি তবে, অধোগতি কারে কবে?
মরিবার আগে তোর নাড়ী বলবান্,
এখনো সময় আছে, থাম্‌রে জাপান!

৯

এখনো সময় আছে, থাম্‌রে জাপান,
এক শৃঙ্গে করি ভর, ওঠে নাই নিরন্তর,
অনন্ত উন্নত অই গিরি হিমবান!
যদি থাকে বন ছাড়া, প্রকাণ্ড ন্যগ্রোধ খাড়া,
উড়াইয়া ফেলে তারে ভীষণ তুফান!
মিলে মিশে দুই ভাই, থাক্ তোরা এক ঠাঁই,
এক আত্মা, এক দেহ, এক মনপ্রাণ!
তা হ'লে ও ভীমদেহ, সাধ্য কি ছুঁইবে কেহ,
ভাঙ্গিতে পারিবি 'আল্প' ধরে দিলে টান!
পশ্চিমের শশিরবি, আবার কাড়িয়া লবি,
দাপটে করিবি ধরা পুনঃ কম্পমান,
প্রশান্তের মহা ঢেউ, সাধ্য কি সহিবে কেউ,
'আণ্ডিস' উড়িয়া যাবে ভাসিবে 'সুদান'।
যা হ'য়েছে এই ঢের, থাম্‌রে জাপান।

১৯শে কার্ত্তিক, ১৩০১ সন।
কলিকাতা।